ইউনিট ৫
শিখন পরিবেশের ব্যবস্থাপনা

ইউনিট ৫ শিখন পরিবেশের ব্যবস্থাপনা
[Managing the Learning Environment]

শিখন প্রক্রিয়ায় যেহেতু শিক্ষক একজন অতি প্রয়োজনীয় ব্যক্তি সেহেতু শিক্ষকের ভূমিকার উপর আমাদের যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শিক্ষকরা সমাজের সবার কাছে সম্মানীয় এবং ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের আদর্শকেই অনুকরণ করে। কিন্তু শিক্ষকরা বেশির ভাগ সময় তাঁদের আচরণ এবং মনোভাব প্রকাশ করার ব্যাপারে সচেতন থাকেন না। তাই তাঁরা অনেক সময় শিক্ষার্থীদের সঠিক মূল্যবোধ ও মনোভাব শেখাতে ব্যর্থ হন। শিক্ষক হওয়া কঠিন নয়, তবে একজন ভাল পরিচালক ও সফল শিক্ষক হওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার। এই ইউনিটে তাই একজন সফল শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য কি হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও শিখন পরিবেশের সুষ্ঠু পরিচালনা, বিভিন্ন ধরনের নেতৃত্বের ধারার পরিবর্তনের ফলে শিক্ষার্থীদের আচরণের কি পরিবর্তন হতে পরে তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

সঠিক আচরণ শেখাবার উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে হয়, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষক যদি কার্যকর কৌশলসমূহ ব্যবহার করেন এবং সঠিক বলবর্ধক বা reinforcement নির্বাচন করেন তবে তা তাঁকে শ্রেণীকক্ষ পরিচালনায় সহায্যতো করবেই, শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশও ঠিকমত হবে। তাই ভবিষ্যতের শিক্ষকদের এ ব্যাপারে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে এই ইউনিটের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্তে এই ইউনিটকে মোট ছয়টি পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে।

পাঠ - ৫.১ সফল শিক্ষকের বৈশিষ্ট্যসমূহ
পাঠ - ৫.২ শিখন পরিবেশের পরিচালনা
পাঠ - ৫.৩ নেতৃত্বের ধারা
পাঠ - ৫.৪ শিক্ষার্থীদের আচরণ পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করা
পাঠ - ৫.৫ কার্যকর কৌশলসমূহ
পাঠ - ৫.৬ শিখন কার্যক্রম ঃ বলবর্ধক নির্বাচন

পাঠ ৫.১ সফল শিক্ষকের বৈশিষ্ট্যসমূহ
[Characteristics of Effective Teachers]

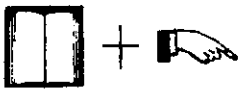

এই পাঠ শেষে আপনি —

- একজন শিক্ষকের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষক কি কৌশলের সাহায্যে দক্ষতা অর্জন করবেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষক কিভাবে নিজের আচরণের ব্যাপারে সচেতন হবেন তা উল্লেখ করতে পারবেন।

কিভাবে নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে শিক্ষকের মনে আরও একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে একজন ভাল শিক্ষক কি করেন? একজন ভাল ও সফল শিক্ষকের বৈশিষ্ট্যাবলী কি হওয়া উচিত তা নিয়ে অনেক বছর ধরে গবেষণা করা হয়েছে। সবচেয়ে ফলপ্রসূ শিক্ষকের গুণাবলী নিয়ে বহু বিতর্কেরও অবতারণা হয়েছে। তবে এটা অন্তত বলা যায় যে, ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া বেশ কিছু উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। এগুলো হচ্ছে, পাঠদানের বিষয়বস্তু, শিক্ষার্থীদের সামাজিক স্তর, শিক্ষক মহিলা না পুরুষ এবং শিক্ষার্থীদের সাফল্যের মাত্রা। তবে শিক্ষকের আরও কিছু আচরণের ধারা শিক্ষার্থীর বয়সের সাথে এবং সময়ের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয়। টেবিল ৫.১-১-এ Ryans (১৯৬০) শিক্ষকের বৈশিষ্ট্যাবলীর উপর ছয় বছর ধরে যে গবেষণা করেছেন তার ফলাফল উপস্থাপন করা হল।

নিচে উল্লেখিত ছয়টি বৈশিষ্ট্য এক একটি ক্লাসে এক এক ধরণের রূপ নেয়। একজন প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষক পরিকল্পনা গ্রহণকারী, সংগঠক, উৎসাহী এবং আগ্রহী হতে চাইবেন। তবে তিনি বিশেষভাবে উষ্ণ ও প্রাণশক্তিসম্পন্ন হবার চেষ্টা করবেন। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক লক্ষ্য করবেন যে শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ধরণের আন্তঃক্রিয়া করছে। শিক্ষক উষ্ণ ও সঠিক পরিকল্পনাগ্রহণকারী হবার চেষ্টা করবেন এবং বিশেষভাবে আগ্রহী ও উৎসাহী হবেন। তিনি পাঠ্যবহির্ভূত কার্যাবলী সমর্থন করবেন এবং সব ধরণের খেলাধুলার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। তবে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা উষ্ণতা ও নম্রতা পছন্দ করলেও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভিন্ন আন্তঃক্রিয়া পছন্দ করে। শিক্ষক ক্লাসের পরে কিছু সময় শিক্ষার্থীদের সাথে ব্যয় করবেন, যাতে করে তারা বুঝতে পারে শিক্ষক তাদের নিয়ে চিন্তা করেন। পরিশেষে এটা বলা যায় যে, একজন সফল শিক্ষককে অবশ্যই একজন ভাল পরিকল্পনা গ্রহণকারী এবং দক্ষ সংগঠক হতে হবে।

Developing Selected Skills

বিশেষ দক্ষতার বিকাশ

যদি কেউ শিখন পরিবেশের পরিচালক হতে চায়, তবে তাকে ফলপ্রসূ শিক্ষাদানের সাথে সম্পর্কিত দক্ষতাগুলো অর্জন করতে হবে। গবেষণার মাধ্যমে এটা জানা সম্ভব হয়েছে যে, সফলভাবে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা শিক্ষকদের উষ্ণ, উদ্যোগী, সুবিচারক, ধৈর্যশীল, সুসংগঠিত, জ্ঞানী ও আনন্দদায়ক হতে সাহায্য করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করা শিখনের মাধ্যমে সম্ভব। নিচের টেবিলে-এগুলো আলোচিত হয়েছে। আমাদের মতে, এই দক্ষতাগুলো শিক্ষকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন শিক্ষক হয়তো এই তালিকাটি খুবই দীর্ঘ মনে করে ভয় পেয়ে যাবেন। কিন্তু শিক্ষকদের নিজেদের উপর আস্থা রাখতে হবে কারণ প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই তাদের পক্ষে রপ্ত করা সম্ভব।

নিচের টেবিল ৫.১-১ এ শিক্ষকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হোল।

বৈশিষ্ট্য	মন্তব্য
১। উষ্ণতা (স্নেহপ্রবণ)	উষ্ণ হওয়া বা উষ্ণ আচরণ প্রকাশ করা যে কোন শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বিশ্বাস করি যে শিক্ষকের এই আচরণটি অবশ্যই রপ্ত করতে হবে।

বৈশিষ্ট্য	মন্তব্য
২। উদ্দীপনা	উদ্দীপনা বা উৎসাহ সাবধানতার সাথে প্রকাশ করতে হবে। শিক্ষক অবশ্যই চাইবেন যে শিক্ষার্থীরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুক। শিক্ষার্থীদের কাছে ধনাত্মক আচরণের প্রত্যাশাও তিনি ব্যক্ত করবেন। একজন আদর্শ শিক্ষক খুব বেশী বহির্মুখী (extroverted) বা অন্তমুর্খী (introverted) না হয়ে বরং অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করবেন। তাকে শিক্ষার্থীদের বুঝতে দিতে হবে যে তিনি তাদের ব্যাপারে উৎসাহী এবং এটুকুই শিক্ষার্থীদের জন্য যথেষ্ট।
৩। সুবিচার	সুবিচার একটি পুরনো ধারণা হলেও এটা সব সময় শ্রেণীকক্ষে অনুশীলন করা হয়না। শিক্ষকের কিছু নিয়মকানুন থাকবে। তাকে শিক্ষার্থীদের যথার্থভাবে এবং সবসময় একইভাবে বিচার করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের কোন রকম ভয়ভীতি প্রদর্শন ছাড়াই তিনি সুবিচারক হতে পারেন।
৪। ধৈর্য্য	শিক্ষককে এ ব্যাপারে অবশ্যই সচেতন হতে হবে যে সব শিক্ষার্থীদের পক্ষে একই মাত্রায় সবকিছু রপ্ত করা সম্ভব নয়। তাঁকে তাই মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হবে। তিনি যে অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল এটা শিক্ষার্থীদের বুঝতে দেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁকে প্রায়ই নিয়মকানুনগুলি ব্যক্ত করতে হবে। সম্ভাব্য বিকল্প ধারণা ও ব্যাখ্যাগুলো আলোচনা করতে হবে। যদি ভুলও হয় তবু যেন শিক্ষার্থীরা কোন কাজের ব্যাপারে পিছপা না হয় সেটা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে হবে। ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিরা ছোটখাটো ভুল নিয়ে মাথা ঘামায় না। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কাছ থেকে ধৈর্য্যশীল হবার শিক্ষা গ্রহণ করবে। শিক্ষার্থীরা ধৈর্য্যশীল হলে শ্রেণীকক্ষের সংহতি বাড়বে এবং সহপাঠীদের সাহায্য করার প্রবণতা বাড়ার ফলে দলীয় প্রজেক্টের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এতে করে শিক্ষার্থীরা শিখনকে উপভোগ করতে শিখবে।
৫। সুসংগঠিত	শিক্ষক বস্তুনিষ্ঠ লেখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করবেন। শিখনের সময় দুটি কাজের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি মন্তব্য করবেন এবং পাঠদানের বিকল্প কৌশল নিয়ে আলোচনা করবেন। এই ধরণের দক্ষতা না থাকলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষক কি বলছেন তার প্রতি মনোযোগী না হয়ে বরং সারাক্ষণ তাঁর ভুলগুলো ধরিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।
৬। জ্ঞানী	শিক্ষক কখনোই চাইবেন না তিনি যে বিষয়বস্তু পড়াচ্ছেন তা বলতে গিয়ে তিনি হোঁচট খাবেন। তবে এমন দিন আসতেও পারে যখন বোর্ডে অঙ্ক করাতে গিয়ে ভুল হতে পারে, ইতিহাসের কোন ব্যক্তিত্বের ভুল নাম হয়তো শিক্ষক বলে দিলেন। অস্পষ্ট মন্তব্যসমূহ, যেমন 'হতে পারে' 'কখনও কখনও' বা 'প্রায়ই' এই ধরণের কথাগুলো শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ হবে। সেজন্য সুপরিকল্পিতভাবে ফিল্মস্ট্রিপ, মুভি, বিভিন্ন ধরণের বই এবং সহপাঠীদের পারস্পরিক সাহায্যকে উৎসাহদানের মাধ্যমে এই মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব হবে।
৭। বলবর্ধক প্রদানকারী	শিক্ষকের বলবর্ধক প্রদানের অনেক ধরণের দক্ষতা রপ্ত করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষকের আলাদা আলাদা বলবর্ধক প্রদানের পদ্ধতি থাকবে। যেহেতু শিক্ষার্থীর দলগুলো ভিন্ন প্রকৃতির, তাই শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের স্বভাবের (nature) উপর নির্ভর করে সবচাইতে ফলপ্রসূতা যে বলবর্ধকের থাকবে পরিকল্পিতভাবে সেটিই প্রয়োগ করতে হবে।

Srategies for Mastering Selected Skills

বিশেষ দক্ষতাগুলো অর্জন করার কৌশলসমূহ

আত্মনিয়ন্ত্রণের বিকাশের ধারণা ব্যবহার করে প্রত্যেকটি দক্ষতা রপ্ত করার কৌশল আয়ত্তে আনা সম্ভব। শিক্ষককে নিশ্চিত করতে হবে যে তিনি, (১) শিখন পরিস্থিতিতে কতগুলো আচরণ অবশ্যই করবেন (উদাহরণ স্বরূপ, তাঁর উৎসাহ প্রকাশ করার জন্য প্রায়ই হাসবেন, শিক্ষার্থীদের তাদের সঠিক নাম ধরে ডাকবেন, সপ্তাহে একবার নতুন কিছু করার চেষ্টা করবেন, (২) যে আচরণগুলো পরিবর্তন করা দরকার সেগুলো নির্বাচন করবেন, (৩) আচরণের হার বা পরিমাণ নির্ধারণ করবেন, (৪) কোন্ পথ অবলম্বন করলে ভাল হয়, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। একটি আচরণ যে পরিমাণে ঘটছে তাতে শিক্ষার্থীর কার্যসম্পাদন ভাল হচ্ছে কি খারাপ হচ্ছে তা শিক্ষককে বুঝতে হবে। যদি কোন আচরণের আনুপাতিক হার বেশী হয় তবে ভেবে দেখতে হবে সেই আচরণটি ক্ষতিকর কিনা। আবার একই সঙ্গে এটাও চিন্তা করতে হবে এই আচরণের হার কমে গেলে তা শ্রেণীকক্ষে অংশগ্রহণকে

বাধাগ্রস্ত করে কিনা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দুজনকেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে।

শ্রেণীকক্ষে একটি কৌশল অবলম্বন

বিদ্যালয়ে টিফিন পিরিয়ডের আগের ক্লাসটি সাধারণত একঘেঁয়ে মনে হয়। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়েই একটু ঝিমিয়ে পড়ে। মনে হয় যে, কোন কিছুই ঠিকমত চলছে না। শিক্ষক একাই তখন কথা বলে যান। এই অভিজ্ঞতা কারো জন্যই আনন্দদায়ক নয়।

Carrying out a Strategy in the Classroom

এই ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা করার পর শিক্ষক তাঁর শ্রেণীকক্ষে কিছুটা উদ্দীপনার সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এরপর তিনি হয়তো লক্ষ্য করতে পারেন যে, তিনি বক্তৃতা দেবার সময় কিছু শিক্ষার্থী প্রশ্ন করার চেষ্টা করছে। শিক্ষক তখন তার বক্তৃতা কমিয়ে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ বাড়াতে চেষ্টা করতে পারেন। এটা তাঁর আচরণের পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। শিক্ষক একটি ক্লাসে তিনটি করে প্রশ্ন করার পরিকল্পনা করতে পারেন। তিনি তাঁর ডেস্কের ওপর একটি কার্ডে প্রশ্নগুলো লিখে রাখবেন এবং প্রশ্ন করা হয়ে গেলে তাকে টিক দিয়ে রাখবেন। তিনি কিছু সংকেতও ব্যবহার করতে পারেন। যেমন, ক্লাসে লিখে রাখতে পারেন যে, "কখনও কখনও প্রশ্ন করে মজা করা যায়", বা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বোর্ডে লিখতে পারেন, "এখন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারো"। এই সহজ উদ্যোগগুলো বেশ ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। কারণ অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষকই এগুলো অনুসরণ করে ভাল ফল পেয়েছেন। নুতন শিক্ষকরাও আশা করা যায় এগুলো করে আনন্দ পাবেন।

এই অধ্যায়ে শিক্ষকদের যেসমস্ত বৈশিষ্ট্য রপ্ত করতে হবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এইগুলোকে বিশ্লেষণ করে শিক্ষককে প্রতিটি পর্যায় রপ্ত করার চেষ্টা করতে হবে। আমরা আশা করি শিক্ষকদের কিছু দক্ষতা আগে থেকেই থাকে। পরিজ্ঞানমূলক সামাজিক তত্ত্ব (cognitive social learning theory) দ্বারা নির্দেশিত সমস্যা সমাধানের কৌশল অবলম্বন করে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব হয়।

শিক্ষকের নিজের আচরণের উপর খেয়াল রাখা

Monitoring Teacher Behaviour

শিক্ষকরা যখন শিক্ষক-ছাত্র আন্তঃক্রিয়া বাড়াবার জন্য কাজ করেন তখন তিনি কিছু আচরণের দিকে খেয়াল করেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ নিয়ে কেন আমরা চিন্তিত হব। প্রতিদিন প্রতিটি মানুষই উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে কাজ করতে চেষ্টা করে। তবে ছোটখাটো ব্যাপারে শিক্ষকরা নিজস্ব কিছু পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের সৃষ্টি করে থাকে। শ্রেণীশিক্ষক হিসাবে প্রত্যেকেই নিজের আচরণের ধারা মূল্যায়ন করতে চাইবেন। এই মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে তিনি কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পারেন। প্রশ্নগুলো হচ্ছে,

- আপনি শ্রেণীকক্ষের বাঁদিকে না ডান দিকে বসেন?
- শ্রেণীকক্ষের সামনের দিকে না পেছন দিকে বসেন?
- প্রত্যেকটি ক্লাসে আপনি বেশী যোগ্য শিক্ষার্থীদের পছন্দ করেন না কম যোগ্য (competent) শিক্ষার্থীদের পছন্দ করেন?
- যারা সংখ্যালঘু দল তাদের পছন্দ করেন নাকি যারা সংখ্যায় বড় দল তাদের পছন্দ করেন?
- আপনি মেয়েদের বেশি পছন্দ করেন নাকি ছেলেদের বেশী পছন্দ করেন?

এই প্রশ্নের উত্তরগুলো শিক্ষককে কোন বিশেষ শিক্ষার্থীর প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের ব্যাপারে সচেতন করে তুলবে। তিনি তখন তাঁর বন্ধুবান্ধব বা অন্য একজন শিক্ষককে পর্যবেক্ষণ করে তাঁর বিশেষ কোন জায়গা বা লোকজনের প্রতি দুর্বলতা সম্পর্কে জানতে পারবেন। শিক্ষক নিজের সম্পর্কে যা আবিষ্কার করবেন তা তাঁর ছাত্রছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনি তাঁর একক স্বভাবগুলো সবার ক্ষেত্রেই প্রকাশ করে থাকেন। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে ছোটখাটো ঘটনাগুলো একত্রিত হয়ে বড় আকার ধারণ করে। কিছু সময় পর হয়তো দেখা গেল শিক্ষক শুধু ক্লাসের ছেলেদের প্রতি বেশী

মনোযোগ দিচ্ছেন এবং মেয়েরা তাতে কষ্ট পেতে পারে। এছাড়াও শিক্ষক যদি শুধু বুদ্ধিমান ও ভাল ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তবে তাও অন্যান্যদের জন্য মনবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

সারমর্ম ঃ একজন ভাল ও সফল শিক্ষকের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত তা নিয়ে অনেক বছর ধরে গবেষণা করা হয়েছে। এসব গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে যে সফল শিক্ষককে অবশ্যই পরিকল্পনা গ্রহণকারী ও সুসংঠক হতে হবে। এছাড়াও তাঁকে উষ্ণ, উদ্দীপণাপূর্ণ, ধৈর্যশীল ও জ্ঞানী হতে হবে। শিক্ষককে তাঁর নিজের আচরণের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। তিনি নিজের সম্পর্কে যা আবিষ্কার করবেন তা ছাত্রছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁকে সব ধরনের শিক্ষার্থীর প্রতি সমান মনোযোগ দিতে হবে। কারণ তিনি যদি শুধু বুদ্ধিমান ও ভাল ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন, তবে তা অন্যদের মনবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. শিক্ষকদের বৈশিষ্ট্যের উপর ছয় বছর ধরে গবেষণা করেছিলেন –
   ক. স্পীয়ারম্যান
   খ. ক্যাটেল
   গ. রায়ান্‌স
   ঘ. লিউইন

২. উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের মধ্যে কোন্ বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে পছন্দ করে?
   ক. উষ্ণতা
   খ. নম্রতা ও উষ্ণতা
   গ. নম্রতা, উষ্ণতা ও আগ্রহী
   ঘ. উৎসাহী, আগ্রহী এবং শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীদের জন্য সময় ব্যয় করেন

৩. একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আন্তঃক্রিয়া বাড়ানোর সময় নিজের আচরণের কি পরিবর্তন করতে চাইবেন?
   ক. পক্ষপাতমুক্ত আচরণ করতে চাইবেন
   খ. যোগ্য শিক্ষার্থীদের প্রতি বেশি মনোযোগ দেবেন
   গ. সংখ্যালঘুদের বেশি গুরুত্ব দেবেন
   ঘ. শিক্ষার্থীদের মনবেদনা দূর করতে চাইবেন

৪. এই পাঠটিতে শিক্ষকদের কয়টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে?
   ক. ৪ টি
   খ. ৭ টি
   গ. ৫ টি
   ঘ. ৮ টি

পাঠ ৫.২ শিখন পরিবেশের পরিচালনা
[Managing the Environment]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- একজন শিক্ষক কিভাবে ফলপ্রসূভাবে শ্রেণীকক্ষ পরিচালনা করতে পারেন তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- অফলপ্রসূ ও ফলপ্রসূ শিক্ষকদের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সহপাঠীদের সমর্থন (peer support), শিক্ষার্থীর শিখনের ইতিহাস এবং শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকের আন্তঃক্রিয়া প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য ভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতা তৈরি করবে। এছাড়া এই তিনটি উপাদানের সমন্বয়ের ফলে প্রতিটি শিক্ষার্থীর কার্যসম্পাদনের গুণাবলীর মধ্যে ভিন্নতার সৃষ্টি করবে। শিক্ষার্থীদের দ্বারা যেন একটি অনুপম (unique) কার্যসম্পাদন সম্ভব হয় সেজন্য শিক্ষককে ফলপ্রসূ পরিচালনার পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

ফলপ্রসূ পরিচালনা

দুই যুগের চেয়ে বেশ কিছু আগে, Tacob Kounin (১৯৭০) শ্রেণীকক্ষ পরিচালনার ব্যাপারে কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলেন। তিনি কিছু কৃতিমান ও দক্ষ শ্রেণীকক্ষ পরিচালক ও কিছু অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ পরিচালকের কার্যকলাপ শব্দ ও চিত্রগ্রহণের মাধ্যমে ধারণ করেছিলেন। Kounin ধরে নিয়েছিলেন যে, এই দু'টো দল ভিন্ন ধরণের হবে। প্রথম দর্শনে দু'টো দলের মধ্যে বেশ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন সংকটকালের উদ্ভব হয়েছে, তখন দু'টো দলই প্রায় একইভাবে পরিস্থিতিকে সামাল দিয়েছে। একজন শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী দুইদলের মধ্যে পার্থক্যের অনুপস্থিতিকে অর্থপূর্ণ ও অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক মনে করবেন। Kounin আবার ভিডিওটেপটি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এরপর তিনি যেসমস্ত শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের সমস্যা রোধ করতে পারেন তাদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। তিনি দেখেছেন যে ফলপ্রসূ শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কোন কাজ দিয়ে ব্যস্ত রেখেছেন, যাতে করে কেউ একঘেঁয়েমিতে না ভোগে। Kounin-এর প্রাপ্ত ফলাফল টেবিল ৫.২-১-এ দেখানো হয়েছে। শিক্ষকরা এই দক্ষতার অনেকগুলোই রপ্ত করার জন্য চেষ্টা করতে পারেন। তবে বসে বসে করার মত উত্তেজনাপূর্ণ কাজের পরিকল্পনা করার চেয়ে এই দক্ষতাগুলো রপ্ত করতে হয়তো কিছুটা বেশী সময় লাগবে। তবে এসমস্ত ক্ষেত্রে কিছুটা দক্ষতা অর্জন করা শিক্ষকদের পক্ষে অবশ্যই সম্ভব।

এই ইউনিটে একটি টেবিলের মাধ্যমে দক্ষ ও অদক্ষ শিক্ষকদের নিয়ে আলোচনা করা হল। এটি স্পষ্ট বোঝা যায় পরিচালনার পদ্ধতি নেতৃত্বদানের প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। শ্রেণীকক্ষে নেতৃত্বদানের বা পরিচালনার ধারা, পরিচালনার নির্দেশনা এবং আকাঙ্খিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য সঠিক কৌশল শিক্ষার্থীদের আন্তঃক্রিয়া ও কার্যসম্পাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। নিচের টেবিলে ফলপ্রসূ ও দক্ষ শিক্ষক ও বেশি দক্ষ নয় এই দুই ধরণের শিক্ষকের পার্থক্য দেখানো হোল।

টেবিল ৫.২-১ ফলপ্রসূ ও অফলপ্রসূ শ্রেণীকক্ষ পরিচালকদের মধ্যে পার্থক্য

ক্রমঃ	ফলপ্রসূ পরিচালক	সমস্যাযুক্ত শিক্ষক
১.	এঁরা সুসংগঠিত ও প্রস্তুত থাকেন। তাঁরা যথেষ্ট সময় ও প্রচেষ্টা দিয়ে পূর্বেই পরিকল্পনা করেন।	এই শিক্ষকরা এই ধরণের কিছুই করেন না।
২.	শিখনের এক পর্ব থেকে অন্য পর্বে যাবার মধ্যবর্তী সময়ের পরিমাণ কম থাকে। শ্রেণীকক্ষে অনেক ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ফলপ্রসূ শিক্ষকরা চেষ্টা করেন যাতে করে প্রত্যেকটি ঘটনা পরবর্তী ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত থাকে।	দুই পর্বের মধ্যবর্তী সময় অনেক বেশী হয়ে যাওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের বিশেষ কিছুই করার থাকে না। এর ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই মনোযোগ বিঘ্নিত হয়।

ক্রমঃ	ফলপ্রসূ পরিচালক	সমস্যাযুক্ত শিক্ষক
৩.	দ্রুত শিখনের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষার্থীদের পক্ষে যতটুকু অর্জন করা সম্ভব তার চেয়ে বেশি অর্জন করার জন্য শিক্ষার্থীদের বাধ্য না করেও শিক্ষক প্রাণবন্ত ও কর্মচঞ্চল হতে পারেন। দক্ষ শিক্ষকরা তাই করে থাকেন।	ধীরগতিসম্পন্ন শিখনের ফলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ নিঘ্নিত হয়। এই শিক্ষকরা ঘন ঘন তাদের নোট বা পড়ানোর পরিকল্পনা যেখানে লিখেছেন সেটির দিকে তাকান। তাদেরকে বেশ বিভ্রান্ত মনে হয়।
৪.	তাঁরা শিক্ষার্থীদের প্রাণচঞ্চল করে রাখেন। শিক্ষকরা প্রত্যাশা করেন যে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী যেন শিখন কার্যক্রমের সাথে পুরোপুরিভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে।	যেসব শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষের কার্যকলাপে উৎসাহী নয় তারা অন্যান্য কম উৎসাহী শিক্ষার্থীদের অনুকরণ করে থাকে। শিক্ষকরাও এ ব্যাপারে বিশেষ কোন উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হন।
৫.	এই শিক্ষকরা খুব সচেতন থাকেন। তাঁদের তৃতীয় নয়ন সব সময়ে তাঁদেরকে সাহায্য করে।	অনেক শিক্ষকেরই এই দক্ষতা থাকেনা। তাঁরা সম্পূর্ণ শ্রেণীকক্ষে এক নজরে দেখতে ব্যর্থ হন। যখন কিছু ঘটতে শুরু করে তখন তাঁরা ঠিক সময়ে তৎপর হতে পারেন না। তাঁরা যেসব শিক্ষার্থী নির্দেষ তাদেরকে দোষারোপ করেন, সব ব্যাপারে বেশী প্রতিক্রিয়া করেন, শ্রেণীকক্ষে ঋণাত্মক প্রভাবের সৃষ্টি করেন এবং এগুলোর ফলস্বরূপ বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন।
৬.	তাঁরা এমন ধরণের শিখন কার্যক্রম তৈরি করেন, যা পরবর্তী কার্যক্রমের সাথে খুব বেশী সম্পর্কযুক্ত। প্রত্যেক কার্যক্রমের জন্য পুর্ববর্তী কার্যক্রমের ধারণা সাহায্য করে থাকে।	শিখন কার্যক্রমকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে ফেললে তা শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ হবে। একটি কার্যক্রম থেকে অন্য কার্যক্রমে সহজভাবে উত্তরণ ঘটাতে পারলে শিক্ষার্থীরা তাদেরকে দেয়া কাজগুলোর মধ্যে কি সম্পর্ক তা বুঝতে সক্ষম হবে।

উপরে উল্লেখিত বর্ণনাগুলো ভবিষ্যতের শিক্ষকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসাবে ব্যবহার হতে পারে। প্রত্যেকটি শিক্ষকই শ্রেণীকক্ষের পরিচালনায় সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে চাইবেন। তাই তাঁদের প্রচেষ্টা হবে কিভাবে সবচেয়ে দক্ষ শিক্ষক হিসাবে পরিচিতি লাভ করা সম্ভব সেটা অর্জনে সচেষ্ট হওয়া।

সারমর্ম ঃ শ্রেণীকক্ষের নানা উপাদান প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা তৈরি করে। শিক্ষার্থীরা যেন শ্রেণীকক্ষে দক্ষতার সাথে কার্যসম্পাদন করতে পারে সেজন্য শিক্ষককে ফলপ্রসূ পরিচালনার পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। পরিচালনার পদ্ধতি নেতৃত্বদানের প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। একজন ফলপ্রসূ শ্রেণীকক্ষ পরিচালক দ্রুত শিখনের জন্য পূর্বেই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তাঁরা শিক্ষার্থীদের প্রাণচঞ্চল করে রাখেন, সমসময় সচেতন থাকেন এবং সঠিক শিক্ষা কার্যক্রম তৈরি করেন। কিন্তু একজন অদক্ষ বা অফলপ্রসূ শিক্ষকদের মধ্যে এ সমস্ত গুণাবলী অনুপস্থিত থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. শিক্ষার্থীদের দ্বারা যেন একটি সফল কার্যসম্পাদন সম্ভব হয় সেজন্য শিক্ষক কি করতে পারেন?
   ক. শিক্ষার্থীদের পড়া মুখস্থ করাতে হবে
   খ. একটি ফলপ্রসূ পরিচালনা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে
   গ. শিক্ষকই কাজের পরিকল্পনা করে দেবেন
   ঘ. শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে পরিচালনার পদ্ধতি তৈরি করবে

২. যে সমস্ত শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষের সমস্যা রোধ করতে পারেন, তারা কি করেন?
   ক. শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন
   খ. সমস্যা সৃষ্টিকারী শিক্ষার্থীদের শাস্তি প্রদান করেন
   গ. সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন
   ঘ. শিক্ষার্থীদের কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখেন

৩. যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষের কার্যকলাপে উৎসাহী নয় তারা কি করে?
   ক. শ্রেণীকক্ষে ভয় পায়
   খ. অন্যান্য কম উৎসাহী শিক্ষার্থীদের অনুকরণ করে
   গ. বাবা-মাকে দোষারূপ করে
   ঘ. সহপাঠীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে

৪. অদক্ষ শিক্ষকরা কেনো বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন?
   ক. যেসব শিক্ষার্থী নির্দোষ তাদেরকে দোষারূপ করেন
   খ. তৃতীয় নয়নের সাহায্য নেন
   গ. একপর্ব থেকে অন্যপর্বে উত্তরণের জন্য কম সময় নেন
   ঘ. শ্রেণীকক্ষে খুব বেশি তৎপর থাকেন

পাঠ ৫.৩ নেতৃত্বের ধারা
[Leadership Patterns]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- কোন ধরনের নেতৃত্বের দ্বারা দলকে পরিচালনা করলে কি ফলাফল হয় তা বুঝতে পারবেন।
- শিক্ষক কিভাবে শ্রেণীকক্ষ পরিচালনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের পরিচালনা পদ্ধতিতে শিক্ষকের আচরণের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- শ্রেণীকক্ষে আরোপযোগ্য নিয়মকানুনের ব্যাপারে শিক্ষকের কি কি করণীয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

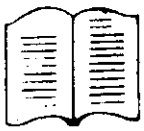

শ্রেণীকক্ষ পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক ধরনের প্রভাব কাজ করে। পরিচালক হিসাবে একজন কেমন হবেন, তা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, শিক্ষার্থীদের দক্ষতা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সমঝোতার ভিত্তিতে শিখনের লক্ষ্য নির্ধারণ ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। কোন শিক্ষকের উপর তাই বিশেষ কোন পরিচালনার ধারা আরোপ করা উচিত নয়। এটা খুবই স্বাভাবিক যে প্রথম দিকে একজন শিক্ষক প্রভূত্বব্যাঞ্জক, গণতান্ত্রিক বা অবাধ নীতিতে বিশ্বাসী পরিচালক হতে পারেন। ধীরে ধীরে তিনি এই তিন ধরণের নেতৃত্বের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে নিজস্ব একটি নেতৃত্বের ধারা গড়ে তুলতে পারেন।

নেতৃত্বের উপর বিখ্যাত গবেষণা পরিচালনা করেছেন Lewin, Lippitt এবং White (১৯৩৯)। এই মনোবিজ্ঞানীরা দশ বছর বয়সের ছেলেদের তিনটি দলকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রভূত্বব্যাঞ্জক দলে (authoritarian group) শিক্ষক সব সময় আদেশ দিয়েছেন কিন্তু বিশেষ কোন ব্যাখ্যা দান করেন নি। এছাড়া তিনি দলের সংহতি রক্ষার ব্যাপারে কোন প্রচেষ্টাও করেন নি। গণতান্ত্রিক দলে নেতা দলের সংহতি রক্ষার জন্য কাজ করেছেন, তিনি দলের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের ব্যাপারে এবং লক্ষ্যে পৌঁছাবার উপায়ের ব্যাপারে সবার মতামত নেবার চেষ্টা করেছেন। তৃতীয় দলে, যেখানে শিক্ষক নেতৃত্বের ব্যাপারে অবাধ নীতিতে বিশ্বাসী, সেখানে কোন নেতৃত্বই দেয়া হয়নি, তিনি অস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন এবং প্রশ্নের উত্তর খুব দ্রুত ও সংক্ষেপে দিয়েছেন। নিচের টেবিলে এই গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করা হোল। তবে এই প্রাপ্ত ফলাফলটি গত পঞ্চাশ বছর ধরে আর কেউ আবার গবেষণা করে পরিবর্তনের চেষ্টা করেননি। আমাদের শিখনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে, আমরাও হয়তো লক্ষ্য করবো যে যাদের সাথে আমরা কাজ করেছি তারা যেকোন একটি নেতৃত্বের বা পরিচালনার ধারা বেছে নিয়েছেন। এছাড়া নেতৃত্বের ধরণ কোন ব্যক্তির নিজস্ব পছন্দের উপর নির্ভরশীল।

টেবিল ৫-৩.১ তিনটি নেতৃত্বের ধরণের উপর পরিচালিত বিখ্যাত গবেষণার ফলাফল

নেতৃত্বের ধরণ	লক্ষ্য অর্জনের মাত্রা	দলের আনন্দের পরিমাণ
প্রভূত্বব্যাঞ্জক	অন্য দুই দলের তুলনায় ভাল	চিন্তিত ও শঙ্কিত সদস্যবৃন্দ
গণতান্ত্রিক	প্রায় প্রভূত্বব্যাঞ্জক দলের মতই	সবচেয়ে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা
নিয়ন্ত্রণহীন	সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দল	সবচেয়ে কম আনন্দের অভিজ্ঞতা

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক হিসাবে প্রত্যেকেই একটি নিজস্ব নেতৃত্বের ধরণ তৈরি করে নেন। কোন বিশেষ একটি পদ্ধতি সব ধরণের শিখন কার্যক্রমের জন্য ও সব ধরণের শিক্ষার্থীর জন্য ভাল বলে মনে করা হয়না। যেসব শিক্ষকরা শুধু গণতান্ত্রিক বা শুধু প্রভূত্বব্যাঞ্জক নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করে তাদের পরে হয়তো হঠাৎ করেই কোন মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হয়ে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে শিখনের লক্ষ্য স্থির করলে ভাল হয়। তবে কিছু কিছু পরিস্থিতিতে প্রভূত্বব্যাঞ্জক নেতৃত্ব প্রয়োজন হয়, যেমন আগুণ নেভানোর অনুশীলন, ড্রাইভারের প্রশিখন, ফার্স্ট এইডের (first aid) পদ্ধতি শিখন

ইত্যাদি। খুব অল্প কিছু পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণহীন পরিচালনা পদ্ধতিও কার্যকর হয়। শিক্ষাক সবগুলো পদ্ধতি অবলম্বন করার পর নিজস্ব একটা পদ্ধতি তৈরি করে নিতে পারেন।

কোন কোন সময়ে, শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের শিখনের কার্যক্রমে কোন শিক্ষার্থী দ্বারা পরিচালিত দলের সৃষ্টি করতে পারেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে খুব অল্প বয়স্করা এবং বড়রাও অনেক সময় প্রভূত্বব্যঞ্জক, গণতান্ত্রিক এবং অবাধনীতিতে বিশ্বাসী নেতা হতে পারেন। শিক্ষককে তাঁর কার্যক্রমের পরিকল্পনা তাঁর নেতৃত্বের ধরণ অনুযায়ী করতে হবে। শ্রেণীকক্ষে যে সম্ভাববনাময় মানবসম্পদ রয়েছে শিক্ষককে সেটার সদ্ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা নেতৃত্বদানে সক্ষম তাদেরকে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে ধাবিত দলকে পরিচালনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শ্রেণীকক্ষে প্রচুর সম্ভাবনাময় মানবসম্পদের যে উপস্থিতি দেখে শিক্ষক নিশ্চয়ই আনন্দ পাবেন।

Management Decisions

পরিচালনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত

শ্রেণীকক্ষ পরিচালনার ব্যাপারে উপরোক্ত আলোচনার সাথে পরিচিত হবার পর শিক্ষক তাঁর নিজস্ব পরিচালনা পদ্ধতি ঠিক করবেন। শিক্ষক শিখন পরিস্থিতির সবটুকু সুযোগ কাজে লাগাতে চেষ্টা করবেন। তাঁরা তাঁদের বন্ধবান্ধবের সাথে পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অনুশীলন করতে পারেন। বিভিন্ন জায়গায় কিভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও অনেক কিছু শেখা সম্ভব হয়। শিক্ষককে নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে ঃ

১. শিক্ষক নিয়ম কানুনের ব্যাপারে কঠোর হবেন নাকি নমনীয় হবেন তা চিন্তা করতে হবে, বিশেষ করে ছাত্ররা যখন ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত থাকে। শিক্ষক এমন ধরণের নিয়ম কানুন নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন যেগুলো তিনি যথাযথভাবে এবং দ্রুত প্রয়োগ করতে পারবেন।

২. শিক্ষক কি প্রতিযোগিতামূলক নাকি সহযোগিতামূলক শিখন পরিস্থিতি পছন্দ করবেন? সাধারণত শ্রেণী শিক্ষকরা গ্রেড দেয়ার মাধ্যমে প্রতিযোগিতাকেই বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। অপরপক্ষে, কোন কিছু রপ্ত করার ব্যাপারে সহযোগিতামূলক পরিবেশ বেশি কাম্য। Johnson এবং Johnson (১৯৭৫) দেখিয়েছেন যে সহযোগিতার মাধ্যমে বেশি শিখন সম্ভব। এগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে এ ব্যাপারে কোন স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।

৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে শিক্ষক কি অন্যদের অংশগ্রহণ আশা করবেন নাকি নির্দেশনা দান করবেন? এই প্রশ্নটিরও খুব স্পষ্ট উত্তর পাওয়া কঠিন। Shaw (১৯৭৬) দেখিয়েছেন যে শিক্ষক নির্দেশিত দল বেশী কাজ করতে সক্ষম হয়। আবার আমরা জানি যে গণতান্ত্রিক দলের মনোবল অনেক বেশী থাকে এবং বেশী সংহতিপূর্ণ হয়। কিভাবে অংশগ্রহণমূলক ও অনুমতিদানমূলক আচরণ দ্বারা দলকে পরিচালনা করা যায় তা নিচের টেবিলে দেখানো হোল। টেবিলে দেখা যাচ্ছে, নির্দেশনামূলক (directive) ও অংশগ্রহণমূলক (participatory) হলে বেশি কাজ করতে হয়। অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দিকে নিয়ে যাবে।

৪. শিক্ষক কি দলের আদর্শ ও লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের কাছে প্রচার করবেন? এই প্রশ্নটির উত্তরে অবশ্য 'হ্যা' বলা যায় কারণ একটি দলের কাছে শিক্ষকদের প্রত্যাশা ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার মধ্য দিয়েও লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব।

৫. শিক্ষা সংক্রান্ত কাজগুলো কি স্বনির্দেশনার মাধ্যমে হবে নাকি শিক্ষার্থীরা সবাই মিলে একটি কাঠামো তৈরি করবে ? এই সমস্যাটিকে সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে। সব শিক্ষার্থী তাদের শিখনের কৌশল কি হবে তা পরিকল্পনা করতে সক্ষম নয়।

আবার আমরা উল্লেখ করতে পারি যে কোন বিশেষ একটি পরিচালনা পদ্ধতি সব ধরণের শিখন পরিস্থিতির জন্য আদর্শ নয়। মনে রাখতে হবে যে আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণের আচরণের বিকাশ ঘটাতে

প্রচেষ্টা চালাবো। তবে খুব বেশী আত্মনিয়ন্ত্রণ বা খুব কম আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ এর একটি বেছে নিলে তা শিখনের পথে বাধার সৃষ্টি করবে। এখন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে কোন্ ধরণের পরিচালনা পদ্ধতি বিশেষ শিক্ষার্থীদের শিখনের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে শিক্ষক তাঁর মূল্যবোধ, অভিজ্ঞতা, প্রাণশক্তি, শিক্ষার্থীদের চাহিদা, আচরণের ধরণ ও লক্ষ্যসমূহ এই সবকিছুর মধ্যে একটি সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করবেন।

টেবিল ৫-৩.২ পরিচালনার পদ্ধতির ব্যাপারে শিক্ষকের আচরণের পার্থক্য

শিক্ষকের কার্যকলাপ	দলের ধরণ অনুযায়ী শিক্ষকের পদ্ধতি		
	নির্দেশনামূলক	**অংশগ্রহণমূলক**	**অনুমতিদানমূলক**
লক্ষ্যসমূহ	শিক্ষক ব্যক্ত করেন	ধারণা দিয়ে থাকেন	শিক্ষক চুপ থাকেন
ভূমিকা	নিজেরটির যথার্থতা প্রকাশ করবেন	পরিষ্কার করে বলেন	নিজে এর বাইরে থাকেন
নির্দেশনা	নির্দেশনামূলক হন	ধারণা বিস্তৃত করেন	পর্যবেক্ষণ করেন
পুরস্কার	সঠিক পদক্ষেপ উপলব্ধি করতে পরেন	প্রশংসা করেন ও উৎসাহ দেন	শিক্ষার্থীরা নিজেরা নিজেদের পুরস্কৃত করে।

Guidelines for Teaching

শিক্ষাদানের জন্য কিছু নির্দেশনা

প্রত্যেকটি শিক্ষকই শ্রেণীকক্ষে নিয়মকানুন থাকবে বলে আশা করেন। তবে শুধু নিয়মের খাতিরেই নিয়ম থাকবে এটি মোটেও প্রত্যাশিত নয়। শিখন পরিস্থিতিকে একটি কাঠামো দেবার জন্যই নিয়মকানুন প্রয়োজন। এমনভাবে নিয়ম তৈরি করতে হবে যাতে করে নিম্নলিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্য তাতে থাকে। এগুলো হচ্ছে, (১) পরিমাপযোগ্য, পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং বিশেষভাবে চিহ্নিত শর্ত দ্বারা সংজ্ঞা দেয়ার যোগ্য (২) শিক্ষার্থী এবং যে সমস্ত পিতামাতারা স্কুল পরিদর্শনে আসেন তাদের কাছে যুক্তিপূর্ণ (৩) আরোপযোগ্য একভাবে বলা যায় সঠিক নিয়মাবলী শ্রেণীকক্ষে শিখনের শর্তস্বরূপ। নিচে কিছু নির্দেশনার উল্লেখ করা হোল যেগুলো সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব, আরোপযোগ্য ও যুক্তিপূর্ণ।

- **খুব কম সংখ্যক নিয়মাবলী ব্যবহার করা উচিত** – আমরা মনে করি কম সংখ্যক নিয়মাবলী আরোপ করা সম্ভব। খুব বেশী সংখ্যক বিধান বা নীতি শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করতে চাইলে শিক্ষার্থীরা মনে করবে, শিক্ষক তাদের বিরক্ত করছেন। প্রকৃতপক্ষে, বছরের শুরুতে শিক্ষক ২/৩ টি নিয়ম ক্লাসে চালু করতে পারেন।, যেমন, "কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে হাত তুলবে", "শ্রেণীকক্ষে বেশী হাতপা নেড়ে কথা বলবেনা", "সহপাঠীদের সাথে ভাল আচরণ করবে" ইত্যাদি। আমরা সুপারিশ করবো প্রতিদিন যেন শিক্ষার্থীরা এই নিয়মগুলো শ্রেণীকক্ষে অনুশীলন করে। শিক্ষার্থীরা এইগুলো ঠিকমত করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমরা সহপাঠীদেরই বলতে পারি।

- **ছোটখাটো নিয়মগুলো তৈরি করার ব্যাপারে ক্লাসের প্রত্যেকই অংশগ্রহণ করতে পারে** – এই নির্দেশনাটি বিশেষভাবে তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যাদের কোন বিধান পালন করার সময় সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কাজেরই তাদেরকে সুযোগ দেয়া হলে তারা এমন নিয়মাবলীর সুপারিশ করবে যেগুলো তাদের পক্ষে পালন করা সম্ভব।

- **যে নিয়মগুলি পালন করা অত্যন্ত সহজ সেগুলো দিয়ে শুরু করতে হবে** – সারাদিন চুপচাপ থাকতে হবে, এই ধরণের নিয়ম পালন করা সম্ভব নয়। হয়তো দেখা যাবে যে নিয়মাবলী আরোপ করতে গিয়ে শিক্ষকের অনেক সময় নষ্ট করতে হচ্ছে। এতে করে তাঁর শিখন পরিচালনার কাজ সহজ না হয়ে বরং আরো জটিল আকার ধারণ করতে পারে।

- **ধনাত্মক উপায়ে নিয়ম আরোপ করতে হবে** – প্রত্যেকটি মানুষই জানে তারা কি পছন্দ করেনা। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন তারা কি পছন্দ করে। শ্রেণীকক্ষে যা সাধারণত করা হয়ে

থাকে এটি তার ব্যতিক্রম হলেও কার্যকর হবে। কাজেই শিক্ষকের উচিত হবে শ্রেণীকক্ষ পরিচালনার সময় এই নির্দেশনাগুলো অনুসরন করা, এর ফলে শিক্ষার্থীরা শিখন পরিস্থিতিতে একাত্ম হয়ে কাজ করতে আগ্রহ বোধ করবে।

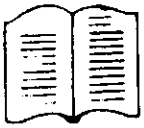

সারমর্ম ঃ শ্রেণীকক্ষ পরিচালনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের নেতৃত্বের ধরণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। প্রথম দিকে একজন শিক্ষক প্রভূত্বব্যঞ্জক, গণতান্ত্রিক বা অবাধ নীতিতে বিশ্বাসী পরিচালক হতে পারেন। তবে পরে তিনি এই তিন ধরনের নেতৃত্বের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে নিজস্ব একটি ধারা গড়ে তুলতে পারেন। একটি বিখ্যাত গবেষণায় দেখা গেছে যে গণতান্ত্রিক ধারায় পারিচালিত দলের আনন্দের অনুভূতি সবচেয়ে বেশি হয় এবং কাজও ভাল হয়। তবে কোন বিশেষ একটি পরিচালনা পদ্ধতি সব ধরনের শিখন পরিস্থিতির জন্য আদর্শ নয়। শিক্ষককে তাঁর মূল্যবোধ, অভিজ্ঞতা, প্রাণশক্তি, শিক্ষার্থীদের চাহিদা, আচরণের ধরণ ও লক্ষ্যসমূহের মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করতে হবে। শ্রেণীকক্ষের জন্য শিক্ষক যে সমস্ত নিয়মকানুন তৈরি করবেন অবশ্যই আরোপযোগ্য ও যুক্তিপূর্ণ হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. শ্রেণীকক্ষের ফলপ্রসূ পরিচালক হতে হলে কি ধরনের নেতৃত্বের অধিকারী হওয়া উচিত?
   ক. প্রভূত্বব্যঞ্জক
   খ. গণতান্ত্রিক
   গ. অবাধনীতিতে বিশ্বাসী
   ঘ. তিন ধরনের নেতৃত্বের সমন্বয়ে নিজস্ব নেতৃত্বের অধিকারী

২. নেতৃত্বের উপর বিখ্যাত গবেষণা করা করেছেন?
   ক. Willis, LIppitt এবং White
   খ. Lewin, Lippitt এবং White
   গ. Lewin, McGee এবং White
   ঘ. Lewin, Lippitt এবং Landbanm

৩. দলের মধ্যে প্রভূত্বব্যঞ্জক নেতৃত্ব থাকলে দলের লক্ষ্য অর্জনের মাত্রা কি ধরনের হয়?
   ক. খুব সন্তোষজনক হয়
   খ. মাঝামাঝি পর্যায়ের হয়
   গ. অন্য ধরনের নেতৃত্বের তুলনায় ভাল হয়
   ঘ. পেছনে পড়ে থাকে

৪. দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব থাকলে দলের আনন্দের পরিমাণ কেমন হয়?
   ক. সদস্যরা সব সময় চিন্তিত ও শঙ্কিত থাকে
   খ. সদস্যদের সবচেয়ে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা হয়
   গ. আনন্দ ও আশঙ্কার মিশ্রিত অনুভূতি হয়
   ঘ. সবচেয়ে কম আনন্দের অভিজ্ঞতা হয়

৫. শিক্ষক অংশগ্রহণমূলক আচরণ দ্বারা দলকে পরিচালনা করলে কি করে থাকেন?
   ক. দলকে কোন ধারণা দেন
   খ. নিজের সিদ্ধান্তের যথার্থতা ব্যক্ত করেন
   গ. দলের সদস্যদের প্রশংসা করেন ও উৎসাহ দেন
   ঘ. সঠিক পদক্ষেপ অনুধাবন করেন

৬. শ্রেণীকক্ষ পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী তৈরি করার সময় শিক্ষকের কি করা উচিত?
   ক. খুব কম সংখ্যক নিয়মাবলী ব্যবহার করা উচিত
   খ. ছোটখাটো নিয়ম তৈরি করার ব্যাপারে সবার মতামত নেবার প্রয়োজন নেই
   গ. যে নিয়মগুলি পালন করা সহজ সেগুলি পারে আরোপ করতে হবে
   ঘ. নিয়ম প্রয়োগে কঠোর হতে হবে

পাঠ ৫.৪ শিক্ষার্থীদের আচরণ পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করা
[Managing Student Behaviour]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষার্থীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিক্ষকরা তাদের বিকাশে কিভাবে সাহায্য করতে পারেন তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- সমস্যার উদ্ভব হবার পূর্বে কিভাবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে শিক্ষকের কি করণীয় তা বলতে পারবেন।

একজন শ্রেণীকক্ষের শিক্ষক অনেক ধরনের কৌশল সম্পর্কে সচেতন হবেন। তিনি ইচ্ছা করলে এ সমস্ত কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। শ্রেণীকক্ষ পরিচালনার এত ধরনের উপকরণ রয়েছে যে শিক্ষকরা সবগুলো জানতে পারলে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবেন। শিক্ষকদের উচিত হবে শ্রেণীকক্ষ পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিজ্ঞানমূলক সামাজিক শিখন তত্ত্ব সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা। তিনি সেখান থেকে কিছু কৌশল রপ্ত করার চেষ্টা করতে পারেন। পরবর্তীতে তিনি এই কৌশলগুলো পরিস্থিতি অনুযায়ী উপযোগী করে নিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে বইতে লেখা কৌশলগুলোর মধ্য থেকে পরিস্থিতির জন্য সঠিক কৌশলটি বের করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। এর মধ্যে হয়তো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। এর চাইতে কিছু কৌশল জেনে তা প্রয়োজন অনুযায়ী উপযোগী করে নিতে পারলে বেশী ভাল হয়। কিছু অসাধারন মুহূর্তে শিক্ষকের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন কৌশল তৈরি করতে হয়। তিনি যখন এ ধরণের নতুন কোন কৌশল অবলম্বন করেন, তখন তাঁকে খেয়াল রাখতে হবে সেটা কতটুকু কার্যকর হয়েছে। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে তিনি ও তার শিক্ষার্থীরা সারাক্ষণ আন্তঃক্রিয়া করছেন। নিচে একটি গবেষণার উল্লেখ করে দেখানো হোল কিভাবে শিক্ষার্থীদের বিকাশ ঘটে। Donna Gelfand এবং তার সহযোগীরা পরিজ্ঞানমূলক সামাজিক শিখন তত্ত্বে যেসমস্ত প্রশ্ন সুপারিশ করা হয়েছিল সেগুলো পর্যালোচনা করেছেন। Cantor এবং Gelfand (১৯৭৭) প্রাপ্তবয়স্ক মহিলারা প্রতিবেদনশীল (responsive) ও অপ্রতিবেদনশীল (unresponsive) শিশুদের প্রতি কি ধরনের প্রতিক্রিয়া করেন তা পরীক্ষা করে দেখেছেন। এই গবেষণাটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এর ফলাফল লাজুক এবং নিজেকে যারা দূরে সরিয়ে রাখে এই ধরনের শিশুদের সামাজিক বিকাশের উপায় সুপারিশ করেছে।

Cantor এবং Gelfand ছয়জন ছেলে ও ছয়জন মেয়েকে প্রতিবেদনশীল ও অপ্রতিবেদনশীল হবার জন্য যত্ন করে প্রশিখন দিয়েছিলেন। প্রতিবেদনশীল পরিস্থিতিতে শিশুদের সাহায্য চাওয়ার জন্য, তাদের ফলাফল জানাবার জন্য, মৌখিকভাবে সবকিছু প্রকাশ করার জন্য প্রশিখন দেয়া হয়েছিল। এই ধরনের আচরণ সাধারণত বহির্মূখী ছাত্রছাত্রীদের হয়ে থাকে। আবার অপ্রতিবেদনশীল পরিস্থিতিতে একই শিশুদের মহিলাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে বা কথা বলতে মানা করা হয়েছিল। আচরণের এই ধরণ লাজুক ও অন্যের কাছ থেকে যারা নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে সেসব শিক্ষার্থীর সাথে মিল রয়েছে। এই বারজন শিশুর গড় বয়স ছিল ৯ বছর। এই গবেষণায় প্রতিটি শিশু দু'বার প্রতিবেদনশীল পরিস্থিতিতে ও দু'বার অপ্রতিবেদনশীল পরিস্থিতিতে কাজ করেছে।

প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা একই শিশুর সাথে দুইটি পনের মিনিটের অধিবেশনে কাজ করেছেন। এই অধিবেশনে শিশুদের বেশ কিছু আকর্ষণীয় কাজ করানো হয়েছিল। দুইটি অধিবেশনের শেষে প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাদের শিশুদের কিছু গুণাবলী, যেমন পছন্দনীয়তা, দক্ষতা ও বুদ্ধির ভিত্তিতে বিচার করতে বলা হয়েছিল। এই গবেষণায় বেশ চমকপ্রদ ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল এবং এই ফলাফল শিক্ষকদের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাপ্তবয়স্ক মহিলারা প্রতিবেদনশীল পরিস্থিতিতে শিশুদের প্রতি বেশি মনোযোগ দিয়েছেন ও সাহায্য করেছেন, যা তারা অপ্রতিবেদনশীল পর্যায়ে করেননি। একই সময়ে এই মহিলারা প্রতিবেদনশীল পর্যায়ের শিশুদের বেশী পছন্দনীয়, আকর্ষণীয়, দক্ষ, স্বাভাবিক, সহজ এবং বুদ্ধিমান

বলেছেন। প্রতিবেদনশীল শিশুরা অপ্রতিবেদনশীলদের তুলনায় অনেক বেশী বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

Cantor এবং Gelfand আরও লক্ষ্য করেছেন যে, প্রাপ্তবয়স্ক মহিলারা প্রতিবেদনশীল ও অপ্রতিবেদনশীল শিশুদের সাথে ভিন্নভাবে আচরণ করেছেন। মেয়েদের মধ্যে যারা প্রতিবেদনশীল হয়েছিল তারা অপ্রতিবেদনশীলদের তুলানায় বেশী সাহায্য ও মনোযোগ লাভে সমর্থ হয়েছিল। অপরপক্ষে প্রতিবেদনশীল ছেলেরা শুধু বেশী মনোযোগ লাভে সমর্থ হয়েছিল কিন্তু সাহায্য লাভে সমর্থ হয়নি। অবশ্য মহিলারা যে ছেলে ও মেয়েদের সাথে আলাদা আচরণ করেছিলেন, তা তাঁরা বুঝতে পারেন নি। গবেষকরা যদিও অত্যন্ত চেষ্টা করেছিলেন, ছেলে আর মেয়েদের সাথে মহিলাদের আচরণের যেন কোন পাথক্য না হয়, কিন্তু সেটা আসলে করা সম্ভব হয়নি।

একজন শ্রেণীশিক্ষক হিসাবে এই গবেষণার ফলাফল শিশুদের বিকাশকে সহজতর করার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে একজন শিশু যদি হাসতে, মৌখিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করতেও ফলাফল সম্পর্কে আগ্রহী হতে শেখে তবে শিক্ষক তাকে বুদ্ধিমান, দক্ষ ও পছন্দনীয় মনে করবেন। এভাবে একজন নাজুক ও নিজেকে সবার কাছে দূরে সরিয়ে রাখে এই ধরনের শিশুদের এসব আচরণ দেখানোর মাধ্যমে তার মানসিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

Managing for Prevention

সমস্যার উদ্ভব হবার পূর্বে প্রতিরোধ

শিখন পরিস্থিতির পরিচালক হিসাবে শিক্ষক সমস্যা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবেন। শিক্ষক সাধারণত শিক্ষার্থীদের কিসে ভাল হবে তা নিয়ে চিন্তা করেন। কোন কাজের পরিণতি কি হবে, তিনি কি ধরনের ভূমিকা পালন করবেন, কিভাবে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার করার জন্য ভাল ভাল উপকরণ তৈরি করা যায় তা নিয়ে তিনি সাধারণত চিন্তা ভাবনা করেন।

Guidelines for Teaching

প্রতিরোধমূলক পরিচালনা Preventive Management

পাঠদানের জন্য কিছু নির্দেশনা

আমরা বিশ্বাস করি যে শিক্ষকরা নিচের নির্দেশনাগুলো অনুশীলন করলে তা তাঁদের পরিচালনা পদ্ধতির উপর ধনাত্মক প্রভাব নিয়ে আসবে। শিক্ষক এই নির্দেশনাগুলো পালন করার মাধ্যমে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও পরিস্থিতির জন্য কার্যকর পরিচালনা কৌশলের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবেন। প্রতিরোধমূলক পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশনাগুলোর যে কোন একটি প্রয়োগ করার জন্য শিক্ষক চেষ্টা করতে পারেন।

- **পূর্ব পরিকল্পনা করতে হবে** – যে কোন কার্যক্রমের ব্যাপারে পূর্বে পরিকল্পনা গ্রহণের গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করতে পারবো না।
- **যুক্তিপূর্ণ নিয়মাবলী তৈরি করতে হবে** – শিক্ষক অবশ্যই বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় করে তুলতে চাইবেন। যুক্তিযুক্ত, সংজ্ঞায়িত করার যোগ্য, আরোপযোগ্য এবং ধনাত্মক নিয়মাবলী বিদ্যালয়কে চিত্তাকর্ষক করার কাজে সাহায্য করবে। শিক্ষককে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে শিক্ষার্থীরা নিয়মাবলী অনুসরণ করার জন্য যেন দক্ষতা অর্জন করে।
- **উষ্ণতা (স্নেহপ্রবণতা) দেখাতে হবে** – সব বয়সের শিশুরাই স্নেহপ্রবণ শিক্ষকদের পছন্দ করে। যখনই সম্ভব শিক্ষককে এই দক্ষতাটি অনুশীলন করতে হবে। তাকে এটা বোঝানোর জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হবে যে তিনি শিক্ষার্থীদের সব ব্যাপারে আগ্রহী এবং তাদেরকে বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী বলে বিশ্বস করেন।
- **সঠিক আচরণ করতে হবে** – শিক্ষক এমন আচরণ করবেন যেটা শিক্ষার্থীরা অনুকরণ করবে। শিক্ষার্থীদের যে ধরণের আচরণ তিনি আশা করেন, সেই ধরণের আচরণ তিনি করে দেখাবেন। তিনি যা ওদের কাছে প্রত্যাশা করেন না সে ধরনের আচরণ তিনি কখনও শিক্ষার্থীদের সামনে করবেন না।

- **শিক্ষার্থীকে সবার সামনে প্রশংসা করতে হবে** – শিক্ষার্থীরা ভাল কিছু করেছে এটা তারা শুনতে চায়। প্রকৃতপক্ষেই ছাত্রছাত্রীরা স্নেহপ্রবণ, আবেগপ্রবণ বাক্য শুনতে ভালবাসে। শিক্ষকদের এই বক্তব্যগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য পুরস্কার হিসাবে কাজ করে। এই নির্দেশনার জন্য যে উক্তিটি ব্যবহার করা যায়, তা হচ্ছে, "সবার সামনে প্রশংসা কর, গোপনে নিন্দা কর"। এই উক্তির দ্বিতীয় অংশের অর্থ হচ্ছে যেসব শিক্ষার্থীরা ঠিকমত আচরণ করেনা, তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের কোন আচরণ যদি অনাকাঙ্খিত পরিণতির জন্য দায়ী হয়, তবে তা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এই দু'জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

- **কাজ করার সময় শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে** – বেশির ভাগ সময় ঘটনা ঘটার অনেক পরে শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়। শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে ঘোরাঘুরি করতে হবে। এতে করে একদিকে শিক্ষকের উপস্থিতি শিক্ষার্থীদের কাজের মধ্যে থাকার জন্য উৎসাহিত করবে অপরপক্ষে, শিক্ষক ঠিকই তখনই শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবেন যখন তারা কাজ করছে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষক কর্মরত অবস্থায় কোন শিক্ষার্থীকে হাসি, তারকাচিহ্ন বা কোন প্রতীক উপহার দিতে পারেন। এর ফলে ভবিষ্যতে সব সময় শিক্ষককে কর্মরত অবস্থায় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবেনা, তাঁর দেয়া বলবর্ধকের (reinforcement) করা মনে রেখেই তারা মনোযোগ সহকারে কাজ করে যাবে।

- **শ্রেণীকক্ষে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে হবে** – কখনও কখনও শিক্ষকের একটি তৃতীয় নয়নের প্রয়োজন হয়। তবে তিনি অবশ্যই শ্রেণীকক্ষের প্রত্যেকটি শিশুকেই লক্ষ্য করবেন। শিক্ষকের এক পলক তাকানোর মাধ্যমেই শিক্ষার্থী বুঝতে পারবে শিক্ষক তার সাথে একমত পোষণ করেন কিনা। এভাবে শিক্ষক একটির বেশী কার্যক্রমের প্রতি মনোযোগ দিতে পারবেন।

When Prevention Fails

যখন প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়

দূর্ভাগ্যবশত প্রতিরোধ ব্যবস্থা সবসময় কর্যকর হয়না। কিছু শিক্ষার্থী এমন কিছু আচরণ রপ্ত করতে পারে যা শিক্ষকের জন্য সব সময় বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যখন প্রতিরোধব্যবস্থা কাজ করেনা তখন শিক্ষকের জন্য চারটি বিকল্প থাকে। এগুলো হচ্ছে –

- শিক্ষক কোন অসদাচরণ সহ্য করবেন না। এক্ষেত্রে শিক্ষক অন্যায়কারীকে অধ্যক্ষের কাছে পাঠাতে পারেন। তবে এই পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হতে পারে। শিক্ষার্থী অধ্যক্ষের ঘরটিকে একটি উত্তেজনাপূর্ণ জায়গা হিসাবে মনে করলে সে ভয় পাবার পরিবর্তে আনন্দিত হবে।
- প্রতিটি দিনের কার্যকলাপের রেকর্ড রাখতে হবে।
- প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে তখন কি কি করা উচিত, সে ব্যাপারে কিছু স্থিতিশীল নিয়মাবলী তৈরি করতে হবে।
- পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হলে, তা করতে হবে এবং সেভাবেই কাজ করে যেতে হবে।

সারমর্ম ঃ শ্রেণীকক্ষ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন কৌশলের ব্যাপারে শিক্ষকের সচেতন হতে হবে। তিনি যখন নতুন কোন কৌশল অবলম্বন করবেন তখন তাঁকে খেয়াল রাখতে হবে সেটা কতটুকু কার্যকর হয়েছে। শিক্ষককে কোন সমস্যার উদ্ভব হবার পূর্বেই তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করতে হবে। এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে কিছু নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে। যেমন- পূর্ব পরিকল্পনা করা, যুক্তিপূর্ণ নিয়মাবলী ব্যবহার করা, শিক্ষার্থীদের সবার সামনে প্রশংসা করা, শ্রেণীকক্ষের সব কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদি। তবে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে শিক্ষককে তাঁর পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন আনয়ন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বইতে লেখা কৌশলগুলির মধ্য থেকে সঠিক কৌশল নির্বাচন করতে কিসের প্রয়োজন?
   ক. অনেক বুদ্ধির প্রয়োজন
   খ. অনেক সময়ের প্রয়োজন
   গ. শিক্ষকের নিজের আলাদা কৌশল থাকা প্রয়োজন
   ঘ. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কম সময় কাটানো প্রয়োজন

২. এই পাঠে উল্লেখিত গবেষণায় প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলারা প্রতিবেদনশীল শিশুদের সাথে কি ধরনের আচরণ করেছেন?
   ক. শিশুদের সাহায্য করেন নি
   খ. তাদেরকে বুদ্ধিমান হিসাবে চিহ্নিত করেন নি
   গ. তাদের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন
   ঘ. তাদেরকে অদক্ষ মনে করেছেন

৩. শ্রেণীকক্ষে সমস্যার উদ্ভব হবার আগে কিভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়?
   ক. এর জন্য পূর্ব পরিকল্পনার প্রয়োজন নেই
   খ. খুব বেশি স্নেহপ্রবণ হবার প্রয়োজন নেই
   গ. শিক্ষার্থীরা কাজ করার সময় তাদের সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজন নেই
   ঘ. সবার সামনে নিন্দা করা এবং গোপনে প্রশংসা করা প্রয়োজন নেই

৪. প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যর্থতার পর্যবসিত হলে শিক্ষকের কি করণীয়?
   ক. শিক্ষক কোন অসদাচরণ সহ্য করবেন না
   খ. কোন স্থিতিশীল নিয়মাবলী তৈরি করবেন না
   গ. পূর্বপরিকল্পনা পরিবর্তন করতে পারবেন না
   ঘ. শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করবেন না

পাঠ ৫.৫ কার্যকর কৌশলসমূহ
[Strategies that Work]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শ্রেণীকক্ষে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ পরিবর্তনে শিক্ষক কি কি কৌশল অবলম্বন করবেন তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের বলবর্ধকের ভূমিকা ও ভালমন্দ দিকগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- আচরণ নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আমরা প্রথমে আচরণ পরিবর্তনের দশটি কৌশল মনোযোগের সাথে আগাগোড়া নিরীক্ষণ করবো। এই ধাপগুলোর অনেকগুলোই শিক্ষকের কাছে পরিচিত হতে পারে। এগুলো হচ্ছে –

- যে আচরণটিকে পরিবর্তন করতে হবে, সেটিকে চিহ্নিত করণ;
- আচরণটি সংক্রান্ত সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে;
- কোন আচরণ খুব বেশী পরিমাণে ঘটছে কিনা সেব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ (যেমন কাউকে ধাক্কা দেওয়া, অতিরিক্ত বক্‌বক্‌ করা বা সারাক্ষণ মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা) বা কোন আচরণ কম ঘটছে কিনা তাও দেখা (কোন কাজে খুব কমই ব্যস্ত থাকা, আত্মনির্ভরশীল হওয়া এবং পারস্পরিক ক্রিয়া করা);
- কোন বিশেষ আচরণের পূর্ববর্তী অবস্থা ও তার পরিনতি নিরীক্ষণ করে দেখা;
- কোন কৌশল পরিবর্তনের সময় শিক্ষার্থীদের সাহায্য নিয়ে এর লক্ষ্য স্থির করা;
- পরিবর্তনের জন্য বিকল্প কৌশলগুলো বিবেচনা করা;
- বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সবচেয়ে সহজ কৌশল অবলম্বন করা;
- যেটা করতেই হবে সেটার ব্যাপারে তৎপর হওয়া;
- কৌশল অবলম্বনের পর ফলাফল ধারণ করে রাখা;
- আস্তে আস্তে আচরণ নিয়ন্ত্রণের কৌশল বাদ দেওয়া।

Reinforcement

বলবর্ধক

B.F. Skinrer অনেকগুলো শক্তিশালী পদ্ধতির তালিকা দিয়েছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এগুলো যদি সুনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রয়োগ করা হয়, ঠিকমত নির্বাচন করা হয় এবং সতর্কতার সাথে বলবর্ধক ব্যবহার করা হয় তবে তা আচরণের আকাঙ্খিত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। শিক্ষকরা Skinner এর বলবর্ধকের নীতি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাসংক্রান্ত, পরিস্থিতি অনুযায়ী আবেগ সম্বন্ধীয় ও বৃত্তিমূলক আচরণের পরিমাণ বাড়াতে এবং তা রক্ষা করতে সক্ষম হবেন।

Contingency Contracting

সাপেক্ষ চুক্তি

বলবর্ধকের মডেলের সাথে সাপেক্ষ চুক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে (Homme, et al. ১৯৬৯) Homme Premack এর নীতি শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। এই নীতিতে বলা হয়েছে কম পছন্দনীয় বলবর্ধক হিসাবে বেশী পছন্দনীয় কার্যকলাপ ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা প্রথমে বর্ণমালা শিখে তারপর খেলার মাঠে দৌড়াদৌড়ি করতে পারে। উচ্চ বিদ্যালয় পর্যায়ে কেউ বাড়ির কাজ আগে শেষ করে পরে বন্ধুর সাথে টেলিফোনে গল্প করতে পারে। অনেকসময় বাবা-মাও এভাবে চুক্তি করে থাকেন, যেমন সবজি না খেলে মাছ বা মাংস দেয়া যাবে না। বাবা-মারা ঘরে যেসব নিয়ম আরোপ করেন সেগুলো শ্রেণীকক্ষেও আরোপ করা সম্ভব।

যখন শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তখন এই সাপেক্ষ চুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। এই চুক্তি একজনের বেশী শিক্ষার্থীর উপর একসঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে। শিক্ষক অবশ্যই চাইবেন, যে লক্ষ্যটি অর্জন করা সম্ভব শিক্ষার্থীরা যেন সেটিকে নির্বাচন করে। যারা কোন জটিল কাজ হাতে নেয় তাদের উচিত হবে তাদের উদ্দেশ্যসমূহকে আগে বিশ্লেষণ করে দেখা। আবার শিক্ষক লক্ষ্যটিকে ধাপে ধাপে অর্জন করার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁকে প্রতিটি ধাপের জন্য চুক্তি করতে হবে। একটি চঞ্চল শিশু যদি দশ মিনিট পর্যন্ত ধীরস্থির ভাবে কোন কাজ করতে সক্ষম হয় তবে তার জন্য বার মিনিটের লক্ষ্য স্থির করা যেতে পারে। যদি সে বার মিনিট কোন অস্থিরতা না দেখিয়ে কাজ সম্পন্ন করতে পারে তবে তাকে অবশ্যই পুরস্কার দিতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে কেউ তৈরী করতে পারেন। এই 'rewarding event area' (REA) তে একটি শিক্ষার্থী লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হলে তাকে পাঁচ মিনিটের জন্য খেলতে দেয়া যেতে পারে। কার্যসম্পাদন (performance) এবং লক্ষ্যের মধ্যে সম্পর্ক দেখাবার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একসঙ্গে একটি চুক্তি করতে পারেন। এই চুক্তি অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে,

- কিছু পরিমাণ কাজ শেষ করতে হবে,
- পরস্পরের সম্মতি অনুযায়ী দক্ষতা প্রদর্শন করতে হবে,
- লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হলে সে তার পুরস্কার লাভ করতে পারবে।

টোকেন ইকনমি

Token Economy

টোকেন ইকনমি বলবর্ধক ও সাপেক্ষ চুক্তির সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত (Kazdin, ১৯৭৭) শিক্ষার্থীদের জন্য টোকেন ইকনমি হিসাবে রঙিন পাথর, ছোট ছোট কার্ড, পুরোন ষ্ট্যাম্প বা হাসিমুখের ছবি ব্যবহার করা যেতে পারে। অংশগ্রহণকারীরা এগুলো সংগ্রহ করার পরে এগুলোর পরিবর্তে তাদের আকাঙ্খিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

তবে টোকেন ইকনমি সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। অন্যসব আচরণ নিয়ন্ত্রণ কৌশলের মত এখানেও শিক্ষকের এক বা একাধিক শিক্ষার্থীর সাথে কাজ করতে হতে পারে। এই ইকনমি প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিক্ষককে শিক্ষার্থীরা ঠিক কোন্ আচরণগুলো করবে, তা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। এর একটি তালিকা তৈরি করে যাতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন জায়গায় রাখতে হবে এবং ধারাবাহিকভাবে সঠিক আচরণের কাছাকাছি গেলে পুরস্কার দিতে হবে। এছাড়াও টোকেন ইকনমিতে যারা অংশগ্রহণ করবে, তারা ঠিক করবে টোকেনের বিনিময়ে কি পাওয়া যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পাঁচটি টোকেন দিয়ে পাঁচ মিনিটের বিশ্রাম পাওয়া যেতে পারে। দু'টি টোকেনের বিনিময়ে কেউ একদিনের জন্য একটি মজার বই নিতে পারে বা তিনজন ছাত্রছাত্রী তাদের সবার টোকেন একত্রিত করে দশমিনিটের জন্য খেলতে পারে। তবে এই পদ্ধতি ব্যবহার করার পূর্বে নিশ্চিত করতে হবে যেন নিম্নলিখিত শর্তগুলো পূরণ করা হয় ঃ

- **আগে আগে পুরস্কার দিতে হবে** – প্রথম কয়েকটি দিন ছাত্রছাত্রীদের প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার দিতে হবে। কারণ তাদের শিখন পরিস্থিতে টোকেন একটি নতুন সংযোজন। শিক্ষার্থীরা যাতে রঙিন পাথর বা হাসিমুখের ছবিকে মূল্য দিতে শেখে, সে ব্যাপারে শিক্ষক তাদের সাহায্য করবেন।

- **সঙ্গে সঙ্গে টোকেন দিতে হবে** – শিক্ষকের উচিত হবে শ্রেণীকক্ষের ভেতরে যতদূর সম্ভব হাঁটাহাঁটি করা। শিক্ষার্থীদের পরিবর্তনীয় বিরাম (variable interval) ও পরিবর্তনীয় আনুপাতিক অনুসূচী (variable ratio schedule) অনুযায়ী পুরস্কার দিতে হবে।

- **টোকেনের সাথে সামাজিক পুরস্কারের সমন্বয় ঘটাতে হবে** – প্রতিবার টোকেন দেবার সময় হাসি, স্পর্শ বা ধনাত্মক মন্তব্য প্রদান করতে হবে। দেখা গেছে খুব কম সময়েই যারা টোকেন ইকনমিতে অংশগ্রহণ করে তারা উষ্ণ স্পর্শ বা ভাল মন্তব্য লাভ করছে। প্রকৃতপক্ষে, এমন অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা কোন কারণ ছাড়া শিক্ষার্থীদের দিকে তাকিয়ে হাসতে পারেন না।

- **ভবিষ্যতের অর্জন কিছু টোকেন থেকে বাদ দিতে হবে** – যখন কোন শিক্ষার্থী কোন নিয়ম ভঙ্গ করে তখন তাকে তার অর্জিত টোকেনগুলি দিয়ে ভবিষ্যতের অর্জন থেকে কিছু টোকেন বাদ দিতে হবে।
- **সতর্ক থাকতে হবে** – টোকেনের অপব্যবহার যেন না হয় সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- **রেকর্ড রাখতে হবে** – শিক্ষকরা প্রতিটি শিক্ষার্থী যে টোকেনগুলো অর্জন করছে, তা রেকর্ড করে রাখবেন এরপর এই রেকর্ডগুলো আচরণ পরিবর্তনের লেখচিত্র আঁকার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- **টোকেন ইকনমি ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করতে হবে** – আত্ম-নিয়ন্ত্রক আচরণকে উৎসাহ দেবার জন্য টোকেন ইকনমির পদ্ধতি অবলম্বন বন্ধ করে দিতে হবে। যাই হোকনা কেন শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রণ।

Pros and Cons of Token Economics

টোকেন ইকনমির ভালমন্দ দিকসমূহ

অনেক বিদ্যালয়ে টোকেন ইকনমিকে একটি বিতর্কিত পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা হয়। যেসমস্ত শিক্ষকরা টোকেন ইকনমির বিরোধিতা করেন তাঁরা মনে করেন,

- প্রত্যাশিত কার্যসম্পাদনকে পুরস্কৃত করা উচিত নয়;
- বিদ্যালয়ের কাজকে পুরস্কৃত করা ঠিক না;
- শিক্ষকরা মনে করেন যে তাঁদের এত কাজ করার জন্য যথেষ্ট পারিশ্রমিক দেয়া হয় না। অপরপক্ষে, যাঁরা টোকেন ইকনমিকে সমর্থন করেন তাঁরা মনে করেন, (১) যারা গ্রেড বা সামাজিক পুরস্কারের প্রতি প্রতিক্রিয়া করে তাদের ক্ষেত্রে ইকনমি ভাল কাজ করে, (২) গ্রেড-এর যে ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে, টোকেন ইকনমির ক্ষেত্রে সেটা নেই, (৩) অন্যান্য বলবর্ধকের তুলনায় টোকেন দেরী করে সন্তুষ্টি অর্জনে, (৪) কর্মজগতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীরা যে অর্থ উপার্জন করবে তার সাথে টোকেন অর্জনের একটা সামঞ্জস্য রয়েছে। ভবিষ্যতের শিক্ষকরা এই দুইধরনের মতামতের মধ্যে একটি ভারসাম্য আনতে সক্ষম হবেন বলে আশা করা যায়। তাঁরা বুঝতে পারবেন যে আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য টোকেন ইকনমি একটি ফলপ্রসূ পদ্ধতি।

Modeling

মডেলিং

মডেলিং একটি অত্যন্ত কার্যকর কৌশল। শিক্ষক দেখতে পারেন যে শিক্ষার্থীদের উপর অনুকরণীয় ব্যক্তিদের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। শিক্ষক সাধারণ আচরণ বা জটিল আচরণের মডেল হতে পারেন। অনুকরণীয় ব্যক্তির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন, যোগ্যতা, দক্ষতা, লিঙ্গ, সামাজিক সম্মান ইত্যাদি পর্যবেক্ষকের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। যদি পর্যবেক্ষক যথেষ্ট মনোযোগ না-ও দেয় তবুও এর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। শিক্ষককে অবশ্যই মডেলের বৈশিষ্ট্যের উপর মনোযোগ দিতে হবে। তাঁকে আরও দেখতে হবে মডেল কি ধরণের আচরণ করছে এই আচরণের পরিণতি কি হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীর লক্ষ্যের সাথে এই পরিণতির কোন মিল আছে কিনা। শ্রেণীকক্ষের অনেক কার্যক্রমে মডেলিং ব্যবহার করে আমরা ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করতে পারি।

Role Playing

ভূমিকায় অভিনয় করা

এই গুরুত্বপূর্ণ আচরণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিটির ব্যবহারের পূর্বে সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা করতে হবে। ভূমিকায় অভিনয় করা নাটকে অভিনয় করা নয়। এটি হচ্ছে একটি পরিকল্পিত শিখন কার্যক্রম যেখানে শিক্ষার্থীরা বিশেষ পরিস্থিতি ও ধারণাকে অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করে। তবে শিক্ষককে অবশ্যই এই পদ্ধতিটি ব্যবহারের পেছনে যে ব্যয় এবং উপকার বা সুবিধা হবে তা চিন্তা করতে হবে। এর জন্য শিক্ষকের তাঁর সহকর্মীদের ও অধ্যক্ষের সমর্থন প্রয়োজন হবে। সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে শিক্ষককে

অন্যদের বোঝাতে হবে যে, এই অভিনয় করার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন দক্ষতা অর্জন করতে পারে। এটা সৃজনশীলতাকে জাগিয়ে তুলতে পারে এবং শ্রেণীকক্ষের ভেতরে যোগাযোগের উন্নতি ঘটাতে পারে।

Peer Tutors

শিক্ষক হিসাবে সহপাঠী

শিক্ষার্থীদের উপর সহপাঠীদের প্রভাব সম্পর্কে সবাই জানে। সাম্প্রতিক কালে কিছু শিক্ষক পরিবর্তনের প্রতিনিধি বা শিক্ষক হিসাবে সহপাঠীদের ব্যবহার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষক হিসাবে কাজ করতে পারে। আরও একটি উদাহরণ হচ্ছে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা কিছু বিশেষ শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষের কাজ দেখাশুনা করতে পারে। সহপাঠীদের শিক্ষক হিসাবে ব্যবহারকে একটি ধনাত্মক পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হয়।

Ripple Effect

ছোট ছোট ঢেউয়ের মাধ্যমে আলোড়ন সৃষ্টি করা

Ripple effect হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগের একটি পদ্ধতি। ধরা যাক, শ্রেণীকক্ষের কোন ছাত্র ভয়ঙ্কর কিছু করে বসলো এবং শিক্ষক তাকে বললেন, এর জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে। এই খবরটি পুকুরের ওপরে ছোট ছোট ঢেউ যেভাবে ঝড়িয়ে পড়ে ঠিক সেভাবে দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। ছাত্রটির সহপাঠীরা জানতে পারবে যে, এই বিশেষ আচরণটি শিক্ষকরা সহ্য করবেন না।

শিক্ষকের যে এই ধরণের অভিজ্ঞতা হতে পারে তা পূর্বাহ্নেই উপলব্ধি করতে হবে। ধরা যাক্ শিক্ষকের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে কেউ দেয়ালের উপর লিখল। তিনি জানার পূবেই সম্পূর্ণ ক্লাসের শিক্ষার্থীরা তার এই সফল এবং ভুল আচরণটিকে অনুকরণ করল। এই অসদাচরণ বা ভুল আচরণগুলো যেন সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য শিক্ষক কিছু কাজ করতে পারেন। তিনি (১) চিৎকার করে বকাঝকা করবেন না, (২) আস্তে আস্তে কথা বলে বোঝাবেন; (৩) ঐ বিশেষ শিক্ষার্থীদেরকে মৃদুভাবে স্পর্শ করবেন ও (৪) তাকে প্রশ্ন করে এই ভুল আচরণটির উদ্দেশ্য বা কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

Trigger Effect

ট্রিগার এফেক্ট

কখনও কখনও শিক্ষককে আকাঙ্খিত আচরণের মডেল হিসাবে কাজ করতে হয়। বড়দের কোন আচরণ করতে দেখলে তা ছোটদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়, বিশেষ করে সেই আচরণটি যদি শিশুসুলভ হয়। শিক্ষক যখন মডেল হিসাবে কাজ করবেন, তখন আকাঙ্খিত আচরণটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঘটার সাথে সাথেই বলবর্ধক দিতে হবে। ট্রিগার এফেক্ট সাধারণত শ্রেণীকক্ষে ও খেলার মাঠে ভাল কাজ করে। যেমন- শ্রেণীকক্ষে পড়ে থাকা কাগজের টুকরা শিক্ষক নিজেই তুলে ঝুড়িতে ফেলে ছাত্রদের কাছে দৃষ্টান্ত রাখতে পারেন।

শিক্ষককে দ্বিধা না করে সাহায্য চাইতে হবে

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আচরণ নিয়ন্ত্রণের কৌশলের সংখ্যা অনেক বেশী এবং বেশ বিস্তারিত ভাবে রয়েছে। শিক্ষককে প্রতিটি কৌশলের সাথে সম্পর্কিত নীতিগুলো জানতে হবে। যখন সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, তখন অনেকগুলো কৌশল খুবই কার্যকর হয়। শিক্ষকরা এই কৌশলগুলো জানার পর তাঁদের পরিস্থিতির উপযোগী করে ব্যবহার করতে পারেন। শিখন পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সত্যিই খুব কঠিন, যদি শিক্ষকের পক্ষে একা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয়, তবে তিনি তাঁর সহকর্মী এবং অধ্যক্ষের সাহায্য নিতে পারেন। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের বাবা-মারাও শিক্ষককে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। অভিভাবক-শিক্ষক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষক তাদের সাহায্য প্রার্থনা করতে পারেন। এছাড়া তিনি শিক্ষার্থীদের বাড়িতে সাক্ষাৎ করতে যেতে পারেন বা বাড়িতে নোট পাঠাতে পারেন। পিতামাতারা প্রায়ই বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের সাথে নিজেদের জড়িত করতে চায়। কাজেই তাদেরকে স্কুলে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। আর একটি উৎস হচ্ছে যারা চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন তাঁরা শিক্ষককে ছোট ছোট দল পরিচালনার ব্যাপারে, রেকর্ড তৈরির

ব্যাপারে এবং বিশেষ কোন প্রজেক্টে পরিচালনার কাজে সাহায্য করতে পারেন। এছাড়া যদি বিদ্যালয়ে ছাত্র নির্দেশক বা মনোবিজ্ঞানী নিয়োগ করা সম্ভব তবে সবচেয়ে ভাল হয়।

বছরের পর বছর একই ধরনের ক্লাস নেবার ফলে শিক্ষকের কাছে এই অভিজ্ঞতাটি একঘেঁয়ে মনে হওয়া স্বাভাবিক। দেখা গেছে যে, অনেক সৃজনশীল ও উদ্দীপনায় ভরপুর শিক্ষকরাও একইভাবে শিক্ষকতা করে চলেছেন। তারা একই ধরনের প্রশ্ন করেন, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ান, তাঁদের প্রিয় কিছু ছাত্রছাত্রী থাকে এবং তাঁরা প্রায় জীবন্ত মূর্তিতে পরিণত হয়ে যান। সেই কারণে শিক্ষককে অবশ্যই আদর্শ পাঠদান পদ্ধতি অনুশীলন করতে হবে। শিক্ষক চেষ্টা করলে পরিকল্পিতভাবে আচরণ নিয়ন্ত্রণের একটি ছক তৈরি করতে পারেন। তাঁকে অবশ্যই নতুন নতুন ধারনা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। পরিকল্পনামত কাজ করে তার মূল্যায়ন করতে হবে। এতে করে শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট উপকৃত হবে।

সারমর্ম ঃ শ্রেণীকক্ষে যাতে করে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ না ঘটে সেজন্য শিক্ষককে কিছু কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে। তাঁরা skinner এর বলবর্ধকের নীতি ব্যবহার করে আচরণের আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবেন। এছাড়াও সাপেক্ষ চুক্তি, টোকেন, ইকনমি, মডেলিং ধারণাকে অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করা ইত্যাদি কার্যকর কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সহপাঠীরা শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে শিক্ষককে সাহায্য করতে পারে। যদি শিক্ষকের পক্ষে একা একা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয়, তবে তিনি তাঁর সহকর্মী এবং অধ্যক্ষের সাহায্য নিতে পারেন। এছাড়াও পিতামাতা, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও শিক্ষককে প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারেন। তবে শিক্ষককে আদর্শ পাঠদান পদ্ধতিও সেইসঙ্গে অনুশীলন করে যেতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. শিক্ষার্থীদের আচরণ পরিবর্তনের জন্য শিক্ষক কি করবেন?
   ক. কোন আচরণ খুব বেশি ঘটছে কি না সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন
   খ. কোন আচরণ খুব কম ঘটলে চিন্তিত হবেন না
   গ. কৌশল পরিবর্তনের সময় শিক্ষার্থীদের সাহায্য নেবেন না
   ঘ. সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন নেই

২. B.F. Skinner-এর বলবর্ধকের পদ্ধতি শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করলে কি হবে?
   ক. শিক্ষার্থীদের আচরণের কোন পরিবর্তন আনয়ন করবে না
   খ. আচরণে আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হবে
   গ. শিক্ষার্থীদের আবেগীয় সমস্যা হবে
   ঘ. শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক আচরণের পরিমাণ বাড়বে না

৩. বলবর্ধকের সাথে সাপেক্ষ চুক্তির কি ধরনের সম্পর্ক রয়েছে?
   ক. কোন সম্পর্ক নেই
   খ. ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে
   গ. দুইটির একটিও শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করা যায় না
   ঘ. এগুলো একজনের বেশি শিক্ষার্থীর উপর ব্যবহার করা যায় না

৪. এই পাঠে টোকেন ইকনমির ক্ষেত্রে কয়টি শর্তের কথা বলা হয়েছে?
   ক. ৫ টি
   খ. ৪ টি
   গ. ৭ টি
   ঘ. ৬ টি

৫. যে সমস্ত শিক্ষকরা টোকেন ইকনমির বিরোধিতা করেন তাঁরা কি মনে করেন?
   ক. প্রত্যাশিত কার্যসম্পাদনকে পুরস্কৃত করা উচিত নয়
   খ. অন্যান্য বলবর্ধকের তুলনায় টোকেন দেরী করে সন্তুষ্টি আনে
   গ. শিক্ষার্থীদের পরবর্তীতে অর্থ উপার্জনের সাথে টোকেন অর্জনের সামঞ্জস্য আছে
   ঘ. শিক্ষকরা মনে করে তাঁরা কাজের জন্য ভাল পারিশ্রমিক পাচ্ছেন

পাঠ ৫.৬ শিখন কার্যক্রম ঃ বলবর্ধক নির্বাচন
[Learning Activity : Selecting Reinforent]

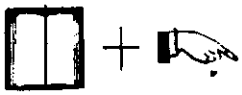

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য কিভাবে বলবর্ধক নির্বাচন করবেন তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- কার্যকর বলবর্ধক নির্বাচনে বিভিন্ন পদ্ধতির কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আগের পাঠগুলো পড়ার পর প্রথমত আমাদের যে ধারণা হয়েছে তা হচ্ছে, আচরণ নিয়ন্ত্রণের কৌশল কার্যকর হয়. দ্বিতীয়ত শিক্ষকরা এটিকে একটি ঝুঁকি হিসাবে গ্রহণ করে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। তবে এধরনের ধারণা বা ঝুঁকির ব্যাপারটি লিখতে যত সহজ, বাস্তবে কার্যকর করা ততো সহজ নয়। শ্রেণী-শিক্ষক হিসাবে শিক্ষক প্রায়ই এমন কিছু পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন যেখানে আচরণ নিয়ন্ত্রণের কৌশলগুলো ব্যবহার করতে হবে। আমরা আশা করবো শিক্ষক এগুলো অবলম্বন করবেন। যেসমস্ত আচরণ পরিবর্তন করা প্রয়োজন বলে শিক্ষক মনে করেন সেগুলোর সংঘটনের পরিমাণ, তীব্রতা, উদ্দেশ্য ইত্যাদি তিনি পর্যবেক্ষণ করবেন।

একজন শ্রেণী-শিক্ষক অনেক ধরনের কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। প্রায় প্রতি মুহূর্তেই এই পরিস্থিতিগুলোর উদ্ভব হয়। অনেক আগে থেকে পরিকল্পনা করে একটি অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দর শিখন পরিস্থিতি তৈরি করা সম্ভব। এর একটি ভাল উপায় হচ্ছে কার্যকর বলবর্ধক সমূহ নির্বাচন করা। শিক্ষক নিজেকে প্রশ্ন করবেন, এই বিশেষ শিক্ষার্থীর জন্য এই বিশেষ পরিস্থিতিতে শিক্ষার যে লক্ষ্য শিক্ষার্থীর রয়েছে, তার জন্য সবচেয়ে কার্যকর বলবর্ধক কি হবে? (এই প্রশ্ন শিক্ষকদের জন্য পরিচিত কারণ পরিচালনার কৌশল নির্বাচন করতে নিয়েও তাঁকে একই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে)। স্কুলে বছরের শুরুতেই এই ধরণের বলবর্ধকের পরিকল্পনা করা উচিত এবং একজন শিক্ষার্থীর আচরণ পরিবর্তনের জন্য তাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এটা করতে হবে।

বলবর্ধক নির্বাচনের জন্য আমাদের শ্রেণীকক্ষে কি ধরনের সামাজিক আন্তঃক্রিয়া হচ্ছে সেদিকে খেয়াল করতে হবে। এখানে প্রধান ভূমিকায় থাকে শিক্ষার্থী। অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন শিক্ষক। শিক্ষক ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক শিক্ষার্থীদের চিন্তাধারা, অনুভূতি এবং কার্যকলাপের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষ বা খেলার মাঠে কোথাও শিক্ষকদের এই প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কার্যসম্পাদনের উপর আরও প্রভাব রয়েছে, এবং সেগুলো হচ্ছে তাদের অবিভাবক বা পিতামাতার প্রভাব। যে সমস্ত পরিবার শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে তাদের বিদ্যালয়ের কার্যসম্পাদন অত্যন্ত ভাল হয়। এই তিনটি উপাদান যেমন- শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং পিতামাতার আন্তঃক্রিয়া এবং যোগাযোগ, বিদ্যালয়ের সময়টুকু বা তার পরের সময়টুকুতে শিশু কিভাবে নিজেকে খাপ খাওয়াবে তার ওপরে প্রভাব বিস্তার করে। এই তিনজনের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা বলবর্ধকের প্রতি দূর্বলতা থাকতে পারে। তাঁদের এই পছন্দের পেছনে কি কারণ তাও হয়তো তারা বলে দিতে পারবেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বলবর্ধক নির্বাচন করার সময়ে আমাদের অবশ্য বিদ্যালয়ের সামাজিক পরিস্থিতির কথা ভাবতে হবে।

সঠিক বলবর্ধক নির্বাচন করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপারও হতে পারে আবার খুব দ্রুতও করা সম্ভব। দু'টি ক্ষেত্রেই আমরা এমন বলবর্ধক নিবার্চন করতে চাইবো, (১) যেটি শিক্ষার্থীর কাছে আকাঙ্খিত হবে, (২) যেটির কার্যকারীতা খুব বেশি এবং (৩) যেটি অনেক সময় পর্যন্ত সন্তুষ্টি আনয়ন করবেনা।

বলবর্ধক সম্পর্কে আমাদের প্রাথমিক ধারনা হচ্ছে, ব্যক্তি-পার্থক্য, শিখন কার্যক্রম এবং শিখন পরিস্থিতি এগুলোর পারস্পরিক ক্রিয়া বলবর্ধকের উপর প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণস্বরূপ, অংক বিষয়ের একটি শ্রেণীর কাজ করার পর কোন শিক্ষার্থী পাঁচ মিনিট চুপচাপ বসে থেকে মুক্তির আনন্দ লাভ করতে চায়, কেউ কিছু খেলতে চায় আবার কেউ চায় শিক্ষক তখনই অংক খাতা পরীক্ষা করে

তাকে নাম্বার জানিয়ে দিক। কাজেই আমাদেরকে অবশ্যই প্রতিটি শিক্ষার্থীর বলবর্ধক নির্বাচনের জন্য এগুলো বিবেচনায় রাখতে হবে।

এই নির্বাচনের জন্য তিনটি মূল্যায়নের পদ্ধতি আমাদের জানা আছে। এগুলো হচ্ছে, পর্যবেক্ষণ (observation) প্রশ্নমালা (inventory) এবং সাক্ষাৎকার (interview)। এখন আমরা দেখি এগুলো ব্যবহার করে কিভাবে কার্যকর বলবর্ধকের একটি তালিকা তৈরি করা যায়।

Observation

পর্যবেক্ষণ

এই পদ্ধতিতে বলবর্ধক নির্বাচন সম্ভবত সবচেয়ে বেশী সময়সাপেক্ষ। শ্রেণীকক্ষে যেসমস্ত কার্যকরাপ করা হয়, শিক্ষক তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে পারেন। এই তালিকায় সাধারণত ১৫ থেকে ২০ টি কার্যকলাপ (activities) থাকতে পারে। যেমন, জানালার বাইরে তাকানো, ছবি আঁকা, বন্ধুর সাথে গল্প করা, কোন ধাঁধাঁর সমাধান করা ইত্যাদি।

পর্যবেক্ষণ করে তার ফলাফল লিখে রাখার জন্য শিক্ষক একটি দলের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি পর্যবেক্ষণ অনুসূচি (observation schedule) তৈরি করতে পারেন। প্রতিদিন অন্ততপক্ষে তিনবার শিক্ষক কোন শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং যে কাজটি সে করছে তা রেকর্ড করে রাখবেন। সপ্তাহের শেষে প্রতিটি চিহ্ন (কার্যকলাপের পাশে দেয়া) গুনে নিয়ে তারপর সবচেয়ে ঘন ঘন যে কাজটি করা হয়েছে সেটিকে সেই শিক্ষার্থীর বলবর্ধক হিসাবে চিহ্নিত করবেন। কয়েক সপ্তাহ পরে শ্রেণীকক্ষের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ করার পর তাদের প্রত্যেকের পছন্দনীয় বলবর্ধকের তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। সঠিক সময় উপস্থিত হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে তাদের সবচাইতে পছন্দনীয় বলবর্ধক ব্যবহারের ব্যাপারে চুক্তি করতে পারেন।

সাক্ষাতকার

শিক্ষার্থীদের জন সবচেয়ে কার্যকর বলবর্ধক কোনটি হবে সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য এই পদ্ধতিটির সাহায্য দ্রুততার সাথে, সহজভাবে এবং যথাযথভাবে করা সম্ভব। শুধু প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে তাদের তিনটি সবচেয়ে প্রিয় কার্যকলাপের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে বলা হবে। শিক্ষক বলবেন, "ধর তোমাকে দেয়া কোন কাজ অনেক পরিশ্রম করে তুমি করলে। কাজটি শেষ করার পর তুমি কি করতে পছন্দ করবে?" প্রতিটি শিক্ষার্থী এক টুকরো কাগজের ওপর তিনটি প্রিয় কাজের নাম লিখবে। এই তালিকাগুলো থেকে শিক্ষক তাঁর নিজের ক্লাসে যে সমস্ত বলবর্ধক প্রয়োগ করা হবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে পারবেন। এই বলবর্ধকের চুক্তিটি প্রতিটি শিক্ষার্থীর সাথে শিক্ষক আলাদাভাবে করবেন। শিক্ষক ইচ্ছা করলে এই বলবর্ধকের তালিকা দিয়ে পোষ্টার তৈরি করে ক্লাসে ঝুলিয়ে দিতে পারেন।

Paper and Pencil Questionnaire

প্রশ্নমালাসমূহ

শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর বলবর্ধক চিহ্নিত করার জন্য তৃতীয় উপায় হচ্ছে ইনভেন্টরী বা প্রশ্নমালা ব্যবহার। সাধারণত এই পদ্ধতিটি ধৈর্য্যের সাথে পরিকল্পনা করতে হয়। তবে এই প্রচেষ্টার ফলাফল ভাল হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষক চিন্তা করবেন শিক্ষার্থীদের জন্য কোন্ কাজগুলো যথাযথ। এই কার্যকলাপগুলো যতটা সম্ভব পরিকল্পনাভাবে বর্ণনা করতে হবে এবং বক্তব্যগুলিকে যুক্তিপূর্ণভাবে সাজাতে হবে।

একজন শ্রেণী শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পছন্দনীয় বলবর্ধকের একটি তালিকা প্রস্তুত করে তারপর সেই অনুযায়ী একটি প্রশ্নমালা তৈরি করতে পারেন। এই তালিকাটি দীর্ঘ হওয়ার ফলে তৈরি করা বেশ কষ্টসাধ্য কাজেই শিক্ষকের এটাকে সর্বশেষ রূপ দেবার আগে কয়েকবার করে পরীক্ষা করতে হবে। নিচে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বলবর্ধকের একটি তালিকা দেয়া হোল ঃ

- বাড়ির কাজে একটি ভাল মন্তব্য পেতে চেষ্টা করা
- যারা পাশ করেছে তাদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হওয়া

- পাঁচজন সবচেয়ে ভাল ছাত্রছাত্রীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া
- সবচেয়ে ভাল ছাত্র/ছাত্রী হিসাবে চিহ্নিত হওয়া
- অনেক বন্ধুবান্ধবের সাথে খেলা করা
- একজন বন্ধুর সাথে খেলা করা
- সুন্দর পোষাকের জন্য প্রশংসা অর্জন করা
- কোন প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রশংসিত হওয়া
- গান শোনা

প্রশ্নমালা তৈরির জন্য প্রথমে একটি ধারনা করে নিয়ে তারপর তার ওপর ভিত্তি করে একই ধারণার ওপর বেশ কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করতে হবে। এক সেট (set) অর্থপূর্ণ প্রশ্নমালা, যেটার উত্তর শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং পিতামাতার কাজে লাগবে, সেটা তৈরি করতে যথেষ্ট পরিশ্রমের প্রয়োজন।

উপরের আলোচনায় বলবর্ধক নির্বাচনের ব্যাপারে, আমরা শুধু শিক্ষার্থীকেই গুরুত্ব দিয়েছি। কিন্তু শুধু ছাত্রছাত্রীদের পছন্দনীয় বলবর্ধকের কথা চিন্তা করতে গেলে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যাটা হচ্ছে শিক্ষক এবং পিতামাতাদেরও বলবর্ধক দেবার ব্যাপারে নিজস্ব পছন্দ থাকতে পারে, যা শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ করে না। শিক্ষককে জানতে হবে কোন্ ধরনের বলবর্ধক কোন্ ধরনের শিক্ষার্থীর জন্য ও শিখন পরিস্থিতির জন্য সবচেয়ে ভাল হবে।

যে কোন বয়সের শিক্ষার্থীদের দলের জন্য বলবর্ধক নির্বাচন করার ব্যাপারে আগামী দিনের শিক্ষককে তিনটি ধাপ সম্পূর্ণ করতে হবে ঃ

১. শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং পিতামাতার এই তিনটি দলের মধ্যে যে কোন দুইটি দল নির্বাচন করে তাদের জন্য সবচেয়ে কার্যকর বলবর্ধকের তালিকা তৈরি করতে হবে। এই তালিকা প্রস্তুত করার জন্য পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার বা প্রশ্নমালা পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তাঁকে জানতে হবে একটা সামাজিক পরিস্থিতিতে বা শ্রেণীকক্ষে তারা কোন্ বলবর্ধকসমূহ পেতে চাইবে। শিক্ষক ও পিতামাতার ক্ষেত্রে, তাঁদের জিজ্ঞেস করতে হবে কোন্ ধরনের তাঁরা দিতে পছন্দ করবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীরা এক ধরনের বলবর্ধক পেতে আগ্রহী কিন্তু পিতামাতা বা শিক্ষক অন্য ধরনের বলবর্ধক ব্যবহার করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

২. উপাত্ত সংগ্রহ করার পর টেবিল তৈরি করতে হবে। বাঁদিকে বলবর্ধকের নামগুলো লিখতে হবে। এরপর দুইটি কলামের একটিতে শিক্ষার্থীদের পছন্দনীয় বলবর্ধকসমূহের স্থান (rank) দেখানো হবে এবং অন্যটিতে পিতামাতা বা শিক্ষক যে বলবর্ধকসমূহ ব্যবহার করতে ইচ্ছুক তার স্থান (rank) চিহ্নিত করতে হবে। নিচে এটির একটি উদাহরণ দেয়া হল ঃ

	শিক্ষার্থী	পিতামাতা/শিক্ষক
অল্প কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সাথে খেলা করা	২	৫.৫
পোষাকের জন্য প্রশংসিত হওয়া	৮	৫.৫
গান শোনা	৬	৪
সবচেয়ে ভাল ছাত্র/ছাত্রী হিসাবে তালিকাভুক্ত হওয়া	৯	১
চকলেট খাওয়া	৪	৯
মনোপলি খেলা	৩	৭

আমরা সুপারিশ করবো বিশ থেকে ত্রিশজন শিক্ষার্থী এবং পাঁচ থেকে দশজন শিক্ষক বা পিতামাতার কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য।

এই ধরনের শিখন কার্যক্রমে সৃজনশীলতার পরিচয় দেবার সুযোগ পাওয়া যায়। এই কার্যক্রম পরিচালনা করার পর আগামী দিনের শিক্ষকরা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বুঝতে পারবেন শিক্ষার্থীরা কোন্

বলবর্ধকগুলো পছন্দ করছে এবং শিক্ষকরা সাধারনত কোনগুলো দিচ্ছেন। এটা জানার জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণকরা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, "কোন কাজ শেষ করার পর তুমি কি কয়েকজন বন্ধুর সাথে খেলতে পছন্দ করবে?" এই কতাটি ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞেস না করে শিক্ষক বা পিতামাতাকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, "যখন শিক্ষার্থীরা কোন একটি কাজ শেষ করবে, আপনি কি তাদেরকে কয়েকজন বন্ধুর সাথে খেলার জন্য অনুমতি দেবেন?" এই ধরনের উপাত্তের সাহায্যে যে তালিকা প্রস্তুত করা হবে তাতে থাকবে, "পছন্দনীয়" এবং ব্যবহার করতে ইচ্ছুক" বলবর্ধকসমূহ।

৩. দুইটি তালিকার মধ্যে পার্থক্যগুলো ব্যাখ্যা করতে হবে। অনেক সময় বড়রা যেসমস্ত কাজ করতে ভালবাসে শিক্ষকরা ছোট শিশুদের সেই ধরনের বলবর্ধক দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন (যেমন একা একা সময় কাটানো বা বন্ধুবান্ধবের সাথে আড্ডা দেয়া)। অথচ দেখা যায় যে শিশুরা তখন হয়তো শিক্ষকের সাথে কিছুক্ষণ সময় কাটাতেই বেশী পছন্দ করছে। কখনও হয়তো দেখা যায় শিক্ষাসংক্রান্ত কোন একটি কাজ শেষ করার পর পিতামাতা তাঁদের ছেলেমেয়েদের বলবর্ধক দিতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। আগামী দিনের শিক্ষকরা অবশ্যই এই দুইটি তালিকার মধ্যে পার্থক্য ও সামঞ্জস্যতা নিয়ে চিন্তা করবেন।

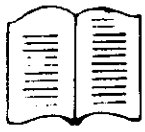

সারমর্ম ঃ একজন শ্রেণীকক্ষ অনেক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। এই পরিস্থিতিগুলো সামাল দেয়ার একটি ভাল উপায় হচ্ছে কার্যকর বলবর্ধকসমূহ নির্বাচন করা। এই নির্বাচনের উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রেণীকক্ষে কি ধরনের সামাজিক আন্তঃক্রিয়া হচ্ছে সেদিকে খেয়াল করতে হবে। শিক্ষার্থীদের উপর শিক্ষকদের প্রভাব ছাড়াও তাদে অভিভাবক এবং পিতামাতার প্রভাবও রয়েছে যা তাদের কার্যসম্পাদনের পরিমাণকে নির্ধারণ করে। বলবর্ধক নির্বাচনের জন্য তিনটি মূল্যায়নের পদ্ধতি হচ্ছে, প্রশ্নমালা (inventory), পর্যবেক্ষণ (observation) এবং সাক্ষাৎকার (interview)। সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে জানা সম্ভব হয় যে শিক্ষার্থীরা কোন ধরনের বলবর্ধক পেতে আগ্রহী এবং শিক্ষক ও পিতামাতারা কোন ধরনের বলবর্ধক ব্যবহার করতে চান। আগামী দিনে শিক্ষকদের এই দু'টোর মধ্যে পার্থক্য ও সামঞ্জস্যতা নিয়ে চিন্তা করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে কে?
   ক. শিক্ষক
   খ. সহপাঠীরা
   গ. প্রধান শিক্ষক
   ঘ. পিতামাতা

২. সঠিক বলবর্ধক কোন্‌টিকে বলা হবে?
   ক. যেটি শিক্ষার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়
   খ. যেটির কার্যকারিতা বেশি নয়
   গ. যেটি সহজেই সন্তুষ্টি আনয়ন
   ঘ. যেটি শিক্ষার্থীর কাছে আকাঙ্খিত হবে

৩. বলবর্ধক নির্বাচনের জন্য কোন্ পদ্ধতিটি অবলম্বন করতে হবে?
   ক. কেস্ স্টাডি
   খ. জীবন ইতিহাস
   গ. পরিচিতি সংগ্রহকরণ
   ঘ. সাক্ষাৎকার

৪. প্রশ্নমালার মাধ্যমে বলবর্ধক নির্বাচন করা জন্য শিক্ষককে কয়টি ধাপ সম্পূর্ণ করতে হবে?
   ক. ২ টি
   খ. ৩ টি
   গ. ৫ টি
   ঘ. ৪ টি

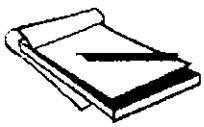

চূড়ান্ত মূল্যায়ন — ইউনিট ৫

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের কি কি বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন?

২. একজন সফল শিক্ষকের যে কোন দুইটি বিশেষ দক্ষতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. বিশেষ দক্ষতা অর্জনের জন্য কি কি কৌশল অবলম্বন করা যায় সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪. পক্ষাপাতমুক্ত আচরণের জন্য একজন শিক্ষক কি কি উপায়ে নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারেন?

৫. শিক্ষার্থীদের কার্যসম্পাদন গুণাবলীর ভিন্নতার জন্য কি কি উপাদান দায়ী?

৬. Jacob Kaurin শ্রেণীকক্ষ পরিচালনা প্রসঙ্গে কিভাবে গবেষণা করেন?

৭. ফলপ্রসূ শিক্ষক এবং সমস্যাযুক্ত শিক্ষকের শ্রেণীকক্ষ পরিচালনার যে কোন তিনটি পার্থক্য আলোচনা করুন।

৮. এই পাঠে একজন ফলপ্রসূ শিক্ষকের যে সমস্ত পরিচালনা পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে কোন্‌টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? এবং কেন?

৯. নেতৃত্বের ধরনের উপর যে বিখ্যাত গবেষণাটি হয়েছে তার একটি বিবরণ দিন।

১০. নিজস্ব পরিচালনা পদ্ধতি স্থির করার জন্য একজন শিক্ষক কি কি দিক থেকে নিজেকে যাচাই করবেন?

১১. বিভিন্ন ধরনের পরিচালনা পদ্ধতির ব্যাপারে শিক্ষকের কার্যকলাপের মধ্যে কি কি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়?

১২. শ্রেণীকক্ষে যে সমস্ত নিয়মকানুন থাকবে তাতে কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন?

১৩. নিয়মকানুন তৈরির ব্যাপারে শিক্ষকদের যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে যে কোন দুইটির বিবরণ দিন।

১৪. শিক্ষার্থীদের বিকাশ প্রসঙ্গে Cantor ও Gelfand এর গবেষণার ফলাফল কি হয়েছিল?

১৫. শ্রেণীকক্ষে কোন সমস্যার উদ্ভব পূর্বে শিক্ষক কিভাবে তা প্রতিরোধ করতে পারেন?

১৬. পাঠদানের ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক পরিচালনার জন্য যে কোন তিনটি নির্দেশনা আলোচনা করুন।

১৭. প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে শিক্ষক কি কি বিকল্প গ্রহণ করবেন?

১৮. শিক্ষার্থীদের আচরণ পরিবর্তনের জন্য যে কোন ছয়টি কৌশল উল্লেখ করুন।

১৯. চুক্তির নীতিটি শ্রেণীকক্ষে কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারে?

২০. টোকেন ইকনমি ব্যবহারের পূর্বে যে শর্তগুলো পূরণ করতে হবে তার মধ্যে যে কোন দুটি শর্তের বিবরণ দিন।

২১. টোকেন ইকনমির ভালমন্দ দিকসমূহ আলোচনা করুন।

২২. ভূমিকায় অভিনয় করা বলতে কি বোঝায়?

২৩. টীকা লিখুন ঃ

(ক) মডেলিং

(খ) শিক্ষক হিসাবে সহপাঠী

(গ) ট্রিগার এফেক্ট

(ঘ) ছোট ছোট ঢেউয়ের মাধ্যমে আলোড়ন সৃষ্টি করা

২৪. শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক যে সমস্ত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন সেগুলো কিভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব?

২৫. বলবর্ধক নির্বাচনের সময় শিক্ষককে কোন্ জিনিষগুলো খেয়াল করতে হবে?

২৬. শ্রেণীকক্ষের জন্য কোন্ ধরনের বলবর্ধক নির্বাচন করা প্রয়োজন?

২৭. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিক্ষক কিভাবে বলবর্ধক নির্বাচন করবেন?

২৮. প্রশ্নমালার মাধ্যমে বলবর্ধক নির্বাচনের সময় শিক্ষককে কি কি ধারা সম্পূর্ণ করতে হবে?

উত্তর মালা — ইউনিট ৫

পাঠ ৫.১
১। গ, ২। ঘ, ৩। ক, ৪। খ।

পাঠ ৫.২
১। খ, ২। ঘ, ৩। খ, ৪। ক।

পাঠ ৫.৩
১। খ, ২। খ, ৩। ঘ, ৪। খ, ৫। গ, ৬। ক।

পাঠ ৫.৪
১। খ, ২। গ, ৩। ঘ, ৪। ক।

পাঠ ৫.৫
১। ক, ২। খ, ৩। খ, ৪। গ, ৫। ক।

পাঠ ৫.৬
১। ক, ২। ঘ, ৩। ঘ, ৪। খ।